

# একটুখানি ভাদাবুয়



শাইখ আতিক উল্লাহ



# একটুখানি তাদাঘুত

—আতিক উল্লাহ

যত সতর্কই থাকি, ভুল হয়েই যায়! উত্তেজনা ছুঁয়ে ফেলে! বিকৃত ও অসুস্থ চিন্তার মানুষের ছোবল থেকে বাঁচার উপায় নেই! ইনবক্স-কমেন্টবক্স খোলা থাকলে, তারা দংশন করবেই! এদেরকে উপেক্ষা করাই ভাল। প্রাণপণে দাঁতে দাঁত চেপে হজম করে ফেলাই বুদ্ধিমানের। তাকে বোঝাতে যাওয়া, তর্ক করতে যাওয়া, নিতান্তই বোকামি! সময় নষ্ট! হুদ আ. অত্যন্ত চমৎকার আদর্শের মানুষ ছিলেন। বেসামাল মুহূর্তে তার অনুপম আখলাকটা সামনে আনার চেষ্টা করি, শক্তি আসে মনে।

দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। হকের কথা বলে গেছেন। চিরাচরিত নিয়ম হিশেবে, কাফিররা সোজা পথ বাদ দিয়ে ‘ব্যক্তি’ আক্রমণের কৌশল ধরল:

إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ

আমরা তো তোমাকে নির্বুদ্ধিতার মাঝেই নিপতিত দেখছি (আ‘ রাফ)।

তিনি পাঁচটা আঘাত করেন নি। বলেননি তোমরাও নির্বুদ্ধিতার মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছ! তিনি শুধু বলেছেন:

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ

আমার মধ্যে কোনও নির্বুদ্ধিতা নেই (আরাফ: ৬৭)।

মাছি ময়লার উপর গিয়ে বসবে। পুঁতিময় স্থানে বসবে। আমি কেন মাছি হতে যাব! আমি সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত! আমি কেন ইসলামের শত্রুদের কথায় আখলাক হারাব? আমি কাফের-মুর্তাদ-গণতন্ত্রপূজারীদের উস্কানিতে মেজাজ খোয়াব? আমার সামনে নবীগনের অপূর্ব আদর্শ বিদ্যমান থাকতে?

ওরা যা বলার বলতে থাকুক! ওরা বিরুদ্ধে যা লেখার লিখতে থাকুক! ওরা যা ছড়ানোর ছড়াতে থাকুক! এসবকে - রফে উপেক্ষা করতে হবে। এড়িয়ে যেতে হবে। আপন মনে নিজের কাজ করে যেতে হবে! সময় কোথায় ইসলামের শত্রুদের কথায় বিচলিত হওয়ার? এখন সময় কথার নয়, কাজের! মুখের নয় হাতের!

রাব্বের কারীম দারুন একটা সুযোগ দিয়েছেন। আমাকে বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ করার অপূর্ব এক ফুরসত দিয়ে রেখেছেন। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন:

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? (সাফফাত: ৮৭)।

আমি সেদিন কী উত্তর দেবো? অবশ্যই বলব,

- আপনাকে আমি দয়ালু, ক্ষমাশীল, জ্ঞানাতদাতা বলে জানি! জেনে এসেছি!  
ইয়া রাব! আপনি আমার ধারণা অনুযায়ী ফয়সালা করুন!

একটুখাতি তাদাঝুরে:৩

প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে? সেটা যদি হয় খোদ আল্লাহ তা' আলার পক্ষ থেকে? এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে?

আল্লাহ তা' আলা ইবরাহীম আ.-এর অনেক প্রশংসা করেছেন। এসব দেখে বড় কৌতূহল জাগে, কেমন ছিলেন তিনি? অথচ তার কাছে বড় চার কিতাবের কোনটাই নেই? এরপরও তিনি এতবড়?

১: সত্যনিষ্ঠ নবী (صِدِّيقًا نَّبِيًّا)। মারয়াম ৪১।

বাবাকে শিরকে লিপ্ত দেখে মুখের উপর সত্য বলে দিতে দ্বিধা করেননি! শয়তানের উপাসনা ত্যাগ করতে বলতে লজ্জা পাননি!

২. অত্যধিক আহ-উহকারী আল্লাহর প্রতি অভিনিবিষ্ট (حَلِيمٌ وَأَوَّاهٌ مُنِيبٌ)। হুদ ৭৫।

মনটা বড় নরম ছিল। কওমে লূতের উপর আযাবের কথা শুনে আল্লাহর সাথেই (আবদারের ভঙ্গিতে) ঝগড়া শুরু করে দিয়েছিলেন! আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের ধরনটাও ছিল বেশ আদুরে! আরেকবার কী করলেন? আবদার জুড়লেন:

- রাব্বি, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন?

আল্লাহ তা' আলাও আলাপের সুরে কথা বলতে শুরু করলেন তার সাথে! এমন আবদারে সম্পর্ক থাকাটা চমৎকার অর্জন!

৩. আদর্শপুরুষ আল্লাহর অনুগত (أَمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ)। নাহল ১২০।

তার আনুগত্যের মাত্রা কল্পনা করা যায়? হুকুম পেয়েই বৃদ্ধবয়েসের সন্তানকে যবেহ করে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেছেন!

৪. একনিষ্ঠ মুসলিম (حَنِيفًا مُسْلِمًا)। আলে ইমরান ৬৭।

ইবরাহীম আ.-এর মধ্যে অবাক করা বিষয় ছিল, তিনি পুরো শিরকের পরিবেশে থেকেও তাওহীদের পরিচয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তার বিশুদ্ধ চিন্তাশক্তি তাকে বিশুদ্ধ পথেই পরিচালিত করেছে! কোনও প্রকার বক্রতা স্পর্শ করেনি!

৫. আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়কারী (شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ)। নাহল ১২১।

একজন নবী হিশেবে তিনি শোকরগুজার হবেন। কিন্তু আলাদা করে প্রশংসা করা মানে, তিনি এ-বিষয়ে অনেক অগ্রগামি!

৬. পরিপূর্ণ অনুগত (وَفِيٍّ)। আল্লাহ তা' তালাকে কতভাবে যে পরীক্ষা করেছেন!

তিনি সব পরীক্ষায় উত্তরে গেছেন! (নাজম ৩৭)।

৭. তিনি ছিলেন কারীম (كَرِيمٌ)। অতিথি বৎসল! মহৎহৃদয়। যারিয়াত ২৪।

৮. মুয়াহহিদ। এক আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ^াসী (مُوحِدٌ)। তার যুগে এক আল্লাহর সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল!

= এছাড়াও পুরো কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে তার প্রশংসা করা হয়েছে। নানা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘ আলা ইবরাহীম আ.কে আলোচনায় এনেছেন।

= ফিলাস্তীনে গাযা ইউনিভার্সিটির এক বোন! ইবরাহীম আ.-এর আকীদা নিয়ে একটা থিসিস তৈরী করেছিলেন। ওটা পড়ে আকাশ থেকে পড়ার মত অবস্থা হয়েছিল! কুরআন কারীমের একেকটা আয়াত পড়ে পড়ে তিনি ইবরাহীম আ.-এর আকীদাকে এমনভাবে খোলাসা করেছেন, আমার মতো সাধারণ মানুষের যা কল্পনারও অতীত! এমনিতেই গাযার প্রতি মনটা সব সময় দুর্বল হয়ে থাকে! তার উপর এমন একজন ‘ গুণী’ র সন্ধান লাভ! কিছুদিন অনলাইনে হন্যে হয়ে ‘ মানুষটাকে’ খুঁজেছি! কাজ হয়নি! উল্টো থিসিসটাই কিভাবে যেন ডিলিট হয়ে গেছে!

মনকে বুঝ দিয়েছি, মনে হয় আমি যে হারে ‘ থিসিসনিকে’ খোঁজা শুরু করেছিলাম, তাকে পেলে আমি নিজেই থিসিস হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। আল্লাহ তা‘ আলা তাই মানে মানে ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়েছেন। ইবরাহীম আ.-এর আকীদা খুঁজতে গিয়ে নিজের আকীদা নিয়েই টানাটানি পড়ে যাওয়ার যোগার! যাক, আব্বাজি (মানে ইবরাহীম আ.) সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলার আছে। থিসিসনি বাদ দিয়ে এখন থিসিসটা খুঁজছি! নাম মনে নেই! তো কি হয়েছে! পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ!

একটুখাতি তাদাঈর:৪

লা-খাইর!

-

এক কুরআনপ্রেমিক আরব শায়খ, তার কুরআনি ভাবনাটুকু এভাবে তুলে ধরেছেন!

সব সময় চেষ্টা করি, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে। তাহলে তাড়াতাড়ি ওঠা যাবে। দেরী করে ঘুমুতে গেলে ফজরের জামাত ধরা যায় না। ঘুম ঘুম চোখে নামাজ পড়তে আমার একদম ভাল লাগে না। নিজেকে মুনাফিক মুনাফিক মনে হয়। খালি একটা আয়াত চোখের সামনে ভাসে:

এ মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে, অথচ আল্লাহই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে (নিসা ১৪২)।

আজ ফজরের নামাজ পড়তে গেলাম। মনটা শান্ত ছিল। রাতের ঘুমটাও বেশ হয়েছে। চারদিকে শীতল একটা আমেজ ছড়িয়ে আছে। হালকা আরামদায়ক বাতাসে মসজিদের দিকে হেঁটে যেতে বেশ ভালই লাগছিল। সুন্নাহ আদায় করে জামাতে দাঁড়ালাম। কেরাত শুরু হল। মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করছি। ইমাম সাহেব আজীব এক আয়াত দিয়ে তিলাওয়াত শুরু করলেন:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

মানুষের বহু গোপন কথায় কোনও কল্যাণ নেই। তবে কোনও ব্যক্তি দান-সদকা বা কোনও সৎকাজের কিংবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার আদেশ করলে সেটা ভিন্ন কথা (নিসা ১১৪)।

আয়াতের শুরুটাই আমাকে ভীষণ নাড়া দিল! (لَا خَيْرَ) কোনও কল্যাণ নেই!

অপ্রয়োজনীয় কথা, কাজ, চিন্তা, চলাফেরা কিছু মध्येই কল্যাণ নেই। হায়!

হায়! তাহলে আমার মধ্যে অসংখ্য অকল্যাণ বিরাজ করছে। আমি বিনা দরকারে,

কত কথা বলি, কত চিন্তা করি, কত ওঠাবসা করি! ‘লা খাইর’, এই একটা

ছোট্ট বাক্য আমার সারাদিনের বহু আচরণকেই অসার করে দিয়েছে! অশুভ করে

দিয়েছে! আরো গা-শিউরানো ব্যাপার হল, আমার বেশির ভাগ দিনের

সিংহভাগই ‘কল্যাণহীন’। মাথার মধ্যে শব্দটা ঘুরপাক খাচ্ছে আর নানাবিধ

অর্থহীন আচরণ-কথা চোখের সামনে ভেসে উঠছে! সারাদিনের অগণিত আচরণ

একে একে সামনে আসছে আর ‘লা খাইর’ - এর সাথে ধাক্কা খেয়ে মুখ খুবড়ে

পড়ছে! ইয়া আল্লাহ! পাক কালামের একটা শব্দই যদি আমার বেশির ভাগ

আচরণকে নাকচ করে দেয়, তাহলে বাকি কাজগুলোও কি অন্য কোনও কুরআনী

বাক্যের সামনে মুখ খুবড়ে পড়বে? আমার আমলনামায় কিছুই বাকি থাকবে না

যে! ষোলআনাই মিছে!

লা খাইর! বাক্যটা আমাকে বলছে, তুমি অপ্রয়োজনীয় আড্ডাবাজি বন্ধ করো!

অপ্রয়োজনীয় ঘোরাফেরা বন্ধ করো! অপ্রয়োজনীয় পড়াশোনাও বন্ধ করো!

আমি দু’ চোখ রগড়ে তাকালেই দেখতে পাবো, আমার মধ্যে অনেক ‘লা খাইর’

জমে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। নামাজ শেষ করে বসে বসে ভাবছিলাম আর

অনুশোচনায় দক্ষ হচ্ছিলাম! আমার কী হবে! আমি ‘খাইর’ - কল্যাণ কিভাবে

আনব? ভাল কাজের আদেশ করতে হবে। মানুষকে দান-সদকার দিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

### একটিখাতি তাদাক্কুর:৬

সংশয় আর সন্দেহকে আধুনিক চিন্তায় বেশ সম্মান-সমীহের চোখে দেখা হয়। আধুনিক চিন্তার বইপত্রে প্রশ্ন আর কৌতুহলকে উৎসাহ দেয়া হয়। সব বিষয়ে প্রশ্ন তোলাকে জ্ঞান অর্জনের মূল ভিত্তি মনে করা হয়। নিশ্চিত বিশ^াস (ইয়াকীন), প্রশ্নহীনতাকে মনে করা হয় স্থবিরতা! জড়তা আর পশ্চাৎপদতা। তাদের অনেকেই মনে করে, নিশ্চিত বিশ^াস বলে কিছু নেই! আজ যা সত্য, কাল নতুন থিউরির আবিষ্কারে তা অসত্য হয়ে যেতে পারে!

তারা বিজ্ঞানের নিত্য অনিশ্চয়তাকে ওহীর নিশ্চয়তার সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। তারা মনে করে, কোনও কিছুই প্রশ্নাতীত নয়! তারা প্রশ্ন করতে ভালবাসে! উত্তরটা পেলে ভাল, না পেলেও থেমে থমকে যাওয়া চলবে না। আরো নিত্য-নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করে যেতে হবে! এভাবেই এক সময় হয়তো চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হওয়া যাবে! কিন্তু চূড়ান্ত সত্য যে পৃথিবীর শুরু থেকেই আল্লাহ তা' আলা নবীগনের মাধ্যমে উন্মোচন করে দিয়েছেন, সেটা তারা দেখেও না দেখার ভান করে অথবা দেখেও বুঝতে পারে না! এটাকেই বলে 'মোহর মারা'।

তারা আসলে প্রশ্নের উত্তর পেতে ভয় পায়। উত্তর পেলে নিজেকে কিছু বাধ্যবাধকতায় আটকে ফেলতে হয়! এই আটকে যাওয়াকেই তাদের ভয়। উন্মুক্ত প্রশ্নের প্রধান উপকারিতা হল, কোনও কিছু মানার ঝামেলা নেই! ইচ্ছামত চলার স্বাধীনতা থাকে!

আমাদের আদর্শ হলো সংশয়বাদীরা নয়। আল্লাহর কিতাবই হল আমাদের আদর্শ। এ-কিতাব আমাদেরকে সংশয়হীন দৃঢ় বিশ^াসের শিক্ষা দেয়। আল্লাহ প্রদত্ত সুনিশ্চিত জ্ঞানের প্রতি আস্থা রাখতে উৎসাহ যোগায়! অহেতুক প্রশ্ন করে অযথা কালক্ষেপন করতে নিষেধ করে। তারা অসার দাবী করে, প্রশ্নের উর্দে নয় কিছুই! আল্লাহ বলেন (তরজমা নয়, ভাব):

ক. আমার কিতাবে (لَا رَيْبَ) কোনও সন্দেহ নেই (বাকারা ২)।

খ. আমার কুরআন লওহে মাহফুজে রক্ষিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারিত বিবরণ।

এতে (لَا رَيْبَ) কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই (ইউনুস ৩৭)।

গ. আমি কুরআন নাযিল করেছি। আমি বিশ^ জগতের প্রতিপালক। এই কুরআনে (لَا رَيْبَ) কোনও সন্দেহ নেই (সাজদাহ ২)।

কুরআনের সত্যতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই।

কুরআন হল সুনিশ্চিত জ্ঞানের আধার।

প্রশ্নাতীত বিষয়াবলীর আকর।

সন্দেহ-সংশয়ের মূলে কুঠারাঘাতকারী।

পাগলামি যেমন একটা মানসিক রোগ, সন্দেহ (رَيْبٌ)-ও একটা রোগ। দুরারোগ্য ব্যাধি।

কুরআন কারীম দ্ব্যর্থহীন সত্যের কথা বলে।

তারা কুহেলিকাময় ধ্বংসাত্মক দ্বিধা-সন্দেহের কথা বলে।

কুরআন কারীম সুনিশ্চিত বিশ্লেষণ আর আশ্বাসের কথা বলে। কুরআন কারীমে সন্দেহ নামক মানসিক রোগের কোনও স্থান নেই। যেসব বিষয়ে কুরআন-হাদীস নিরব, সেসব বিষয়ে সন্দেহ চলতে পারে। প্রশ্ন চলতে পারে।

একটুখাতি তাদাক্কুর:৬

বন্ধুত্বের মানদ-!

-

বিপদে কর কথা সবার আগে মনে পড়ে? কে আমার ডাকে সবার আগে সাড়া দেয়? আমি কার ডাকে সবার আগে সাড়া দিই? কার সাথে অবসর কাটাতে বেশি ভাল লাগে?

কেউ মনে করে, যাকে দিয়ে আমার বেশি উপকার হয়, সেই আমার সেরা বন্ধু! কেউ মনে করে, যার কথা শুনে আমি বেশি আনন্দ পাই সেই আমার সেরা বন্ধু! কেউ মনে করে যার সাথে থাকলে টাকা-পয়সার চিন্তা করতে হয় না, সেই আমার সেরা বন্ধু!

বন্ধুত্ব কখনো রুচির মিল থেকে হয়। কখনো চিন্তার মিল থেকে হয়। একজন মাছ শিকার করতে ভালোবাসে, আমিও বাসি! ব্যাস বন্ধুত্ব হয়ে যায়। একজন ফুটবল খেলতে পছন্দ করে, আমিও করি! বন্ধুত্ব হয়ে যায়। একজন ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে, আমিও বাসি! বন্ধুত্ব হতে দেবী হয় না। একজন পাহাড়ে চড়তে ভালবাসে, আমিও বাসি! কাছাকাছি আসতে সময় লাগে না।

কিন্তু এসব তো আমার নিজস্ব মানদ-! আমার চাওয়া-পাওয়ার উদ্দেশ্য পূরণের স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়াবি হিশেব-নিকেশের বেড়াজালে আবদ্ধ! আমি একজন মুমিন হিশেবে, আমার প্রথমেই চিন্তায় আসা দরকার ছিল, আমার রব এ-বিষয়ে কী বলেন? তিনি বন্ধুত্বের কোনও মানদ- দিয়েছেন কি না?

একটুখাতি তাদাক্কুর | ৮



অবশ্যই তিনি মানদ- দিয়ে রেখেছেন সেই কবে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন। তার চারপাশে অসংখ্য মানুষ ছিল। আপনজন ছিল। ভাই-বেরাদর ছিল। তাদের সবাইকে পাশ কাটিয়ে, আল্লাহ তা' আলা কাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন?

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ধৈর্য-স্বৈর্যের সাথে নিজেকে সেই সকল লোকের সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় নিজেদের প্রতিপালককে এ কারণে ডাকে যে, তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তোমার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায় (কাহফ ২৮)।

উপদেশ নয়, অনুরোধ নয় সরাসরি আদেশ। প্রথমেই আল্লাহ তা' আলা প্রজ্ঞাপন জারি করলেন (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ) আপনি নিজেকে ধৈর্য ও স্বৈর্যের সাথে এঁটে রাখুন। শুধু হুকুম করেই ক্ষান্ত হননি তিনি, সাথে সাথে নিষেধাজ্ঞাও বুলিয়ে দিয়েছেন (وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ) তোমার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায়। তারা কারা?

☛ যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে। রবের সন্তুষ্টি কামনা করে।

এটাই হল মানদ-! বন্ধু নির্বাচনের মাপকাঠি। শিকার নয়, মুভি দেখা নয়, গান শোনা নয়, মাউন্টট্রেকিং নয়, সাইকেল অভিযাত্রা নয়, গল্প-উপন্যাস পাঠ নয়, আড্ডাবাজি নয়, আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্তি নয়, ফেসবুক ফ্রেন্ড নয়।

☛ শুধু আল্লাহর যিকির। তাও নামকাওয়াস্তে লোকদেখানো যিকির নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করা যিকির!

আমি তাহলে আজ এখনই বসে যেতে পারি, হাতড়ে দেখতে পারি, কুরআনি মানদ-ে উত্তীর্ণ আমার কোনও বন্ধু আছে কি না! ভেবে দেখতে পারি, আমিই-বা কুরআনের মানদ-ে উত্তীর্ণ হয়ে অন্য কারো বন্ধু হওয়ার যোগ্য কি না!

### একটুখাতি তাদাফুরে:৭

মানুষকে বুঝতে পারা চমৎকার এক যোগ্যতা। মানুষকে বুঝিয়ে শুনিয়ে নিজের চিন্তায় আনতে পারাও দারুন এক যোগ্যতা। সবার মধ্যে এই যোগ্যতা থাকে না। তবে অন্যকে নিজের চিন্তার অনুসারী করতে পারলেই প্রমাণ হয়ে যায় না, চিন্তাটা সঠিক। অন্যকে বোঝানোর যোগ্যতা থাকার পাশাপাশি নিজেই ভুল বোঝার মতো

মেধাগত ঘাটতি থাকতে পারে। এটাই বিপদজনক। নিজে ভুলটা বোঝে। অন্যকেও সেই ভুলটা বোঝায়।

মিডিয়াতে সূক্ষ্ণভাবে দ্বীন-ধর্মকে আক্রমণ করা হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হয়। সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন কাজ ও সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। শরীয়তের বিধি-বিধানকে চটুল করে তোলার প্রয়াস

. চালানো হয়। জিহাদকে সন্ত্রাস বানানোর সর্বাত্মক শ্রম ব্যয় করে। নারী সম্পর্কে ইসলামের সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গিকে পাশ কাটিয়ে দূরভিসন্ধিমূলক কথা ছড়ানো হয়। এসব করা হয় নামধারী মুসলমান প-িতকে দিয়েই। আগে রাখঢাক থাকলেও এখন প্রকাশ্যে এসব করা হয়। মুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া কিছু পাশ্চাত্যের গোলাম এ-কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়। তারা তাদের ভুল শিক্ষা থেকেই এসব করে। এই প-িতদের হাতে মিডিয়া আছে। তাদের কারো কারো গায়ে ‘শায়খের’ তকমাও আছে। আছে ‘ইসলামিক স্কলার’ - এর সিলগালা!

মুসলিম সমাজে আরেকটি শ্রেণী আছে। তারাও নিজেদের পরিম-লে ‘শায়খ-বড়ভাই’ হিসেবে পরিচিত। এরা দ্বিতীয় স্তরের ‘স্কলার’। এদেরও আছে বিশাল ভক্ত-ফলোয়ার-লাইকার-সাবক্ষ্যাইবারগোষ্ঠী। তারা সাধারণত প্রথম স্তরের শায়খকে প্রমোট করেন। তাদের ভ্রান্তিগুলোকেও বিপুল উৎসাহে প্রচার করেন। ভুল ধরিয়ে দিলে, তারা তওবা না করে উল্টো বলেন: মানুষের ভুল হতেই পারে। একটা ভুলের জন্যে দশটা ভাল কথা কেন ছেড়ে দিবেন? জানেন তার কথা শুনে কতজন মুসলমান হয়েছে? তিনি না হক হলে তার হাতে কেউ মুসলমান হতো? দ্বিতীয় স্তরের এই জুনিয়র ‘শায়খ’ দের সম্পর্কে কুরআন কারীমে ভয়াবহ হুশিয়ারি এসেছে। গা শিউরানো হুমকি এসেছে! শুধু জুনিয়র শায়খই নয়, যারা উদার মনোভাব নিয়ে, ইসলাম বিদ্বেষীদের দোষ স্থালনের জন্যে বাক্যব্যয় করে, ইসলামের শত্রুদেরকে বন্ধু প্রমাণ করার জন্যে উঠেপড়ে লাগে, তারাও আয়াতের আওতায় আছে। উভয় দলই আত্মরক্ষার্থে ভাবে, তারা এই আয়াতের উদ্দিষ্ট নয়।

هَٰ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

তোমাদের ক্ষমতা তো এইটুকুই যে, পার্থিব জীবনে তাদের (অর্থাৎ খেয়ানতকারীদের) অনুকূলে (মানুষের সাথে) বাক-বিত-া করলে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে কে তাদের অনুকূলে বাক-বিত-া করবে ? ( নিসা ১০৯)।

আয়াতটা বারবার পড়ে দেখতে পারি! ভেবে দেখতে পারি, আমি এই দলে আছি কি না? আমি যাদের পক্ষাবলম্বন করছি, যাদের জন্যে লড়ছি, তারা ঠিক আছেন তো? আয়াতটা আমার সম্পর্কে নাযিল হয়নি তো? আমি কি সত্যিই নির্দোষ?

আয়াতটা নাযিল হয়েছে নবীজি সা.-এর উপর। আয়াতে ‘তোমরা’ বলে কিছু ভালো ও সরলমনা সাহাবীর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তার মানে, আমি মোটেও নিরাপদ নই! একজন সাহাবী যদি কাফিরদের পক্ষে সাফাই গাওয়ার কারণে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে ‘হুশিয়ারি’ পেতে পারেন, তাদের তুলনায় আমি কোথায়? সাহাবীও কিন্তু কাফিরটার মধ্যে কিছু ভাল গুণ দেখেই সুপারিশ করেছিলেন! কিন্তু কাফিরের ভাল গুণটা আল্লাহর কাছে ধর্তব্য নয়। তার ভাল গুণ থাকলে কী হবে? সে তো তার ভাল গুণটা নিয়ে ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে আছে!

আমি কি ইসলামের কোনও শত্রুর পক্ষ নিয়ে ফেলেছি?

আমি কি ইসলাম বিকৃতকারীকে নির্দোষ প্রমাণে লিপ্ত আছি?

আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়, এমন কারো পক্ষাবলম্বন করছি?

আমি কি সাহাবায়ে কেরামকে গালিদানকারীকে প্রশ্রয়ের চোখে দেখে, এমন কাওকে সমর্থন জানাচ্ছি?

আমি কি সমকামীদের পক্ষে কথা বলে এমন কারো বক্তব্য বাঙলায় ডাবিং করছি?

আমি নবীজির ব্যঙ্গ কার্টুন আঁকিয়েদের জন্যে চোখের পানি ফেলে, এমন কারো জন্যে চোখের পানি ফেলছি?

আমি কি মুসলিম গণহত্যায় সহায়তাকারী কারো জন্যে পোস্ট-কমেন্টের বন্যা বইয়ে দিচ্ছি?

= তাহলে আমার জন্যেই কুরআনি সাবধানবাণীটা!

(فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে কে তাদের অনুকূলে বাক-বিত-া করবে ?

একটুখাতি তাদাখুর:৮

নবীগণ সব সময় উম্মতের ফিকিরে মগ্ন থাকেন। তাদের সব কিছুই উম্মতের

কল্যাণের জন্যে হয়ে থাকে। ওঠা-বসা-খাওয়া-দাওয়া। রাজা বললেন:

وَقَالَ الْمَلِكُ اَنْتُونِي بِهِ اَسْتَخْلَصُهُ لِنَفْسِي

একটুখাতি তাদাখুর | ১১

বাদশাহ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত (সহযোগী) বানাব (ইউসুফ: ৫৪)।

রাজা বাদশাগন সব সময় যোগ্য ও বিশ^স্ত লোক খোঁজেন। যাতে তার গদি ঠিক থাকে। রাজত্ব বহাল তবিয়ে চলে। কিন্তু ইউসুফ আ. কী বিনিময়ে কী চাইলেন?

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ

আপনি আমাকে দেশের অর্থ-সম্পদের (ব্যবস্থাপনা) কার্যে নিযুক্ত করুন (৫৫)।

বড় সুযোগ পেলে সেটা গ্রহণ করা নবীওয়ালা সুল্লাত। তবে সেটা হতে হবে উম্মতের স্বার্থে। ব্যক্তি স্বার্থে নয়।

### একটুখাতি তাদাঈর:৯

এখন তো দাওয়াতের কত কত উপকরণ। অডিও-ভিডিও-ইউটিউব। সরাসরি লাইভ। তখন এত কিছু ছিল না। মিডিয়া ছিল না। যা করার, মুখ-হাতেই করতে হত। তিনি লেকচার দিয়েছিলেন। হাতের কাছে কিছুই ছিল না। মাইক ছিল না। রেকর্ডার ছিল না। অনুকূল পরিবেশও ছিল না। নিজে বন্দী ছিলেন, তাতে কি! এমতাবস্থায়ও তাওহীদের দাওয়াত চলতে পারে। কোনও গল্প-গুজব নয়, সরাসরি কথায় চলে এলেন:

يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَرَأَيْتَ مُتَقَرِّفُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

হে আমার কারা-সংগীদ্বয়! ভিন্ন-ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না সেই এক আল্লাহ, যার ক্ষমতা সর্বব্যাপী (ইউসুফ: ৩৯)।

আমি কি নিয়মিত তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার বিষয়টা মাথায় রাখি? এটা কিন্তু আলেম-গাইরে আলেম সবার দায়িত্ব! আল্লাহ এক, এটা সবাই জানে।

### একটুখাতি তাদাঈর:১০

দু' আ করার জন্যে, আল্লাহ তা' আলাকে ডাকার জন্যে, মসজিদের দরকার আছে? সালাতের সময় হওয়ার প্রয়োজন আছে?

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ

অতঃপর সে অন্ধকার থেকে ডাক দিয়েছিল (আম্বিয়া ৮৭)।

মাছের পেটে ছিলেন তিনি। অপ্রস্তুত অবস্থায়। ওজু-গোসল ছাড়া। মসজিদ-জায়নামাজ ছাড়া। কেবলা-কাবা ছাড়া। বিপদে পড়েই রবের কাছে সাকাতর প্রার্থনা করেছিলেন। আমরা কি ইউনুস আ.-এর চেয়েও বেশি অপ্রস্তুত অবস্থায় আছি?

### একটুখাতি তাদাঈর:১১

তাওহীদের ব্যাপারে কোনও আপোষ নেই। আমার রব আল্লাহ। একমাত্র আল্লাহ।  
এটা ঘোষণা করতে কোনও দ্বিধা থাকার উচিত নয়।

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

আমি সেই সব বস্তুর ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা কর (কাফিরুন ২)।  
বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় পড়লে, পাপের পরিবেশের সম্মুখীন হয়ে পড়লে, গুটিয়ে  
যাই। হক কথা বলতে বা হক মানতে দ্বিধাযুক্ত হয়ে পড়ি। কেন এই ভীৰুতা!

### একটুখাতি তাদাব্বুর:১৩

দুনিয়ার মানসিক ক্ষুদ্রতাগুলো জাহান্নামীদের মধ্যে থেকে যাবে। সেখানেও তারা  
একে অপরকে গালি-গালাজ করবে। লা ‘ নত-অভিশাপ দিতে থাকবে:

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا

(এভাবে) যখনই কোনও দল (জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারা অপর দলকে  
অভিসম্পাত করবে (আ‘ রাফ ৩৮)।

ক. অধীনস্থরা নেতাদেরকে লা‘ নত করবে। কেন তারা গোমরাহ করেছিল।

খ. নেতারা অধীনস্থদেরকে লা‘ নত করবে, কেন তারা এত সম্মান দেখিয়েছিল।

পক্ষান্তরে জাহান্নামীগণ কেমন হবেন? তাদের মধ্যে কোনও প্রকার দুনিয়াবী ক্ষুদ্রতা  
থাকবে না। হিংসা-বিদ্বেষ কিছুই না। কারণ, আল্লাহই তাদেরকে এসব থেকে  
পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ

আর (ইহজীবনে) তাদের বুকের ভেতর (পারস্পরিক) কোনও কষ্ট থাকলে আমি তা  
দূর করে দেব (আ‘ রাফ ৪৩)।

তার মানে মনের হিংসা-ক্রোধ-দ্বेष এসব জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য। নাউযুবিল্লাহ।

### একটুখাতি তাদাব্বুর:১৩

একজন নবীও নিজের সন্তানের জন্যে, বংশধরের জন্যে নেতৃত্ব চান। না না,  
এটা গোত্রপ্রীতি বা বংশপ্রীতি থেকে নয়। সন্তানদের ইহকালীন ও পরকালীন  
কল্যাণের কথা বিবেচনা করেই ইবরাহীম আ. এটা করেছিলেন। আল্লাহ তা‘ আলা  
তাকে বললেন:

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের নেতা বানাতে চাই। ইবরাহীম বলল, আমার সন্তানদের মধ্য হতে? আল্লাহ বললেন, আমার (এ) প্রতিশ্রুতি জালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয় (বাকারা ১২৪)।

আল্লাহ তা‘ আলা পরোক্ষভাবে তার খলীলের আবদার মেনে নিলেন। পাশাপাশি সতর্ক করে দিলেন, শুধু বংশ থাকলেই হবে না। ইনসাফও থাকতে হবে। জুলুম করলে, আমি তাদের থেকে ইমামত (নেতৃত্ব) ছিনিয়ে নেব!

দুনিয়াবি কোনও ক্ষতির আশংকা না থাকলে, যোগ্য সন্তানকে নিজের পদে বসানো খারাপ কিছু নয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ও দুনিয়াবি উভয় ক্ষেত্রে।

তবে ফাসাদ-বিশৃঙ্খলার আশংকা থাকলে, এমনটা করা ঠিক হবে না। অন্য কেউ যোগ্য থাকলে, তাকেই পদে বসিয়ে দেয়া জরুরী। কার বিশৃঙ্খলাও এক ধরনের জুলুম!

আহা, এ জুলুমটা যদি কিছু মানুষ বুঝতো! তাহলে কত ভাল হত! ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া হত না।

### একটুখাতি তাদাব্বুর:০৪

আমি আমি আমি। আমার আমার আমার। অথচ কিছুই আমার নয়। সবই আল্লাহর। তিনি নবীজি সা.-এর মাধ্যমে আমাদেরকে বলতে শিখিয়েছেন:

وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي

আমার জীবন ও মরণ (আল্লাহর)। আনআম: ১৬২।

আমি তার জন্যেই বাঁচব। তার জন্যেই মরব। তিনিই আমার সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এটা মাথায় রাখলে, অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলে যাবে!

### একটুখাতি তাদাব্বুর:০৫

আরেকজনের গুণের স্বীকৃতি দেয়া নবীওয়ালা সিফাত। যোগ্যতা থাকলে

আরেকজনকে আগে বাড়িয়ে দেয়াও নবীওয়ালা সিফাত। ওবুওয়াতি গুণ।

أَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا

আমার ভাই হারুনের যবান আমা অপেক্ষা বেশি স্পষ্ট (কাসাস ৩৪)।

এর বিপরীতে অন্যকে পাশ কাটিয়ে, অন্যকে হেয় করে নিজেকে সেরা মনে করা।

নিজের গুণ নিজেই ফুটিয়ে তোলা শয়তানি সিফাত। দুষ্টলোকের বৈশিষ্ট্য। শয়তান

এমনি দাবি করেছিল:

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ

আমি তার (আদমের) চেয়ে শ্রেষ্ঠ (আ' রাফ ১২)।

নবীওয়াল গুণ অর্জন করাই আমার জন্যে কল্যাণকর। শয়তানী বৈশিষ্ট্য বর্জন করা নিরাপদ।

### একটুখানি তাদাঙ্গুর:৩৬

ইমাম মনে নেতা। আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি। ইমাম হতে হলে মেহরাব-মিসরে যেতেই হবে, এমন নয়। আমরা দু' আ করি, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ হতে দান করুন নয়নপ্রীতি। আর:

اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম (নেতা) বানিয়ে দিন (ফুরকান ৭৪)।

আমি নেতা বা আদর্শ হতে পারি:

সদাচার করে।

সুন্নতি মুচকি হাসি দিয়ে।

মা-বাবার সেবা করে।

সবর শোকর করে।

মাযলুমের পক্ষে জীবন বিলিয়ে দিয়ে।

### একটুখানি তাদাঙ্গুর:৩৭

কেমন দাঁড়াবে অবস্থাটা? ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আমাকে মানুষ আজ কতকিছু ভাবে। আমলদার। বুয়ুর্গ। পীর। খলীফা। অথচ কেয়ামতের দিন কবর থেকে উঠব খালি হাতে। যারা আমাকে বুয়ুর্গ বলে বাহবা দিচ্ছে, তারা আমার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবে। তারা পূর্ণ হাতে জান্নাতের দিকে আর আমি খালি হাতে.....!

কারণ? অন্যরা আমার বাহ্যিক হালত দেখে সিদ্ধান্ত নেয়। আর আল্লাহ তা' আলা?

يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى

তিনি তো গুপ্ত ও গুপ্ততম সবই জানেন (ত্বহা ৭)।

সাবধান! জাহের বাতেন। ভেতর বাহির। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য উভয়টা সমান না হলে সেদিন অবস্থা হবে শোচনীয়।

একটুখানি তাদাঙ্গুর:১৮

একই পানি। কাউকে ধ্বংস করে। কাউকে রক্ষা করে। মুসাকে রক্ষা করে।

ফিরআওনকে ধ্বংস করে। নূহ ও ঈমানদারদের রক্ষা করে। বেঈমানদেরকে ধ্বংস করে। সবই হয় আল্লাহর হুকুমে।

আল্লাহ তা‘ আলা দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার জন্যে দুটি সূত্র দিয়েছেন:

১: (التَّسَامُحُ) পরস্পর সহিষ্ণু হওয়া। পরস্পর ক্ষমা পরায়ণ হওয়া। সহনশীল হওয়া।  
لَا تَتَسَوَّأُوا الْفُضْلَ بَيْنَكُمْ

তোমরা পরস্পর ঔদার্যপূর্ণ আচরণ ভুলে যেয়ো না (বাকারা ২৩৭)।

এখানে বিচ্ছেদের সময় সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে উপদেশটা দেয়া হয়েছে। বিচ্ছেদের সময় যদি এমন আচরণ করতে হয়, তাহলে বিয়ে বহাল থাকাবস্থায় আরো বেশি উদার আচরণ করতে হবে। বরং বলা যায়, আয়াতে ভুলে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তার মানে আগেও আদেশটা ছিল, এমন করা কর্তব্য ছিল। তুমি করনি, তাই বিয়েটা ভাঙার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এখন শেষ মুহূর্তে অন্তত উদারতা দেখাতে ভুলো না।

২: (التَّغَاضِي) দেখেও না দেখার ভান করা। ভ্রক্ষেপ না করা।

عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ

তিনি (নবী) তার কিছু অংশ জানালেন আর কিছু অংশ এড়িয়ে গেলেন (তাহরীম ৩)।

নবীজি প্রতিদিন আসরের পর, প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে কিছুক্ষণের জন্যে যেতেন। একদিন যয়নব রা.-এর ঘরে মধু খেলেন। তারপর আয়েশা ও হাফসা রা.-এর ঘরে গেলেন। তারা প্রশ্ন করলেন,

- আপনি কি মাগাফির (ঈষৎ কটুগন্ধী উদ্ভিত) খেয়েছেন?

- কই নাতো!

- আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে যে?

নবীজি সা. দ্বিধায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন, যয়নবের মধুতে হয়তো কোনওভাবে মাগাফীরের রসও মিশে গেছে। মুখে গন্ধ থাকাটা নবীজির বড় অপছন্দের বিষয় ছিল। মধু খাওয়ার কারণেই যেহেতু এই বিপত্তি, তিনি আর মধু না খাওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। পাশাপাশি হাসফাকে বলে দিয়েছিলেন, মধু না খাওয়ার প্রতিজ্ঞার কথা যেন কাউকে না বলে। তাহলে যয়নব কষ্ট পাবে। হাফসা কথাটা কথাচ্ছলে আয়েশাকে বলে দিলেন। আল্লাহ তা‘ আলা ওহীর মাধ্যমে হাফসার কথা নবীজিকে জানিয়ে দিলেন। নবীজি পরে হাফসাকে কিছুটা রেখেটেকে আয়েশার কাছে ‘ফাঁস’ করার কথা জানালেন। বিস্তারিত বলতে যাননি। তাহলে হাফসা লজ্জা পেতে পারেন।



এ-দু' টি গুণ দাম্পত্য জীবনকে মসৃণ রাখতে সাহায্য করে। পরস্পরের মন কষাকষি হতে রক্ষা করে। আর কথায় কথায় হিশেব নিলে, পুজ্ঞানুপুজ্ঞ তত্ত্বতাল্লাশে নেমে পড়লে, জীবন জটিল থেকে জটিলতরই হতে থাকে শুধু। সুখের দেখা পাওয়া যায় না।

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ২০

আল্লাহর যিকিরের নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই তার যিকির করা যায়। তারপরও দিনের যিকিরের চেয়ে, রাতের যিকিরে মনোযোগ বেশি থাকে। রাত মানে শেষ রাত।

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

তারা রাত-দিন তার তাসবীহতে মগ্ন থাকে, কখনও অবসন্ন হয় না (আম্বিয়া ২০)।

এখানে রাতের কথা আগে বলা হয়েছে। ফিরিশতারা চব্বিশ ঘণ্টাই আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে। ক্লাস্তিহীন। রাতের আঁধার আল্লাহর যিকিরের জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ফিরিশতাদের প্রশংসা করা হয়েছে, সব সময় ক্লাস্তিহীন করার কারণে। আর যিকির মানে সারাক্ষণ মুখে মুখে নির্দিষ্ট কোনও শব্দ উচ্চারণ করা নয়। মুখে তো বটেই, মনে মনেও আল্লাহ তা' আলা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করাও যিকির। কুরআন কারীমের একটা আয়াত নিয়ে চিন্তা করাও যিকির।

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ২১

পথে নামলে, কথা বললে, কোনও আদর্শিক অবস্থানে থাকলে, কতজন কত কিছু বলবে! এমনকি পারিবারিক, সামাজিক পরিম-লেও কটুকথা, দুর্ব্যবহার করার মত মানুষের অভাব নেই। কোনও কারণ ছাড়াই অনেকে কটু-কাটব্য করে। আমার করণীয় কী? ইউসুফ আ.-ই আমার আদর্শ। ভাইয়েরা কত অসদাচরণ করেছে। শেষ প্রাণে মেরে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করেই ক্ষান্ত শেষ পর্যন্ত চোর সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু তিনি ভাইদের দেয়া অপবাদ শুনে, প্রত্যুত্তরে কী করলেন?

فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ

ইউসুফ (ভাইদের মিথ্যা অপবাদ ও তার কষ্টকে) নিজের মধ্যে গোপন রাখলেন (ইউসুফ ৭৭)।

আমাকে কেউ অন্যায়ভাবে কিছু বললে, তাকে পাঁচটা উত্তর দিতে যাওয়া ঠিক নয়। দুষ্ট লোকের সাথে আর যাই হোক, তর্ক চলে না।

আমি মানুষের দেয়া গালি শুনবো।

মুচকি হাসবো।

এড়িয়ে যাবো।

আপন কেউ হলে, এসব ভুলে গিয়ে, তার পাশে থাকব। বিপদে-আপদে এগিয়ে যাব। যেমনটা সুন্দর মানুষটা (ইউসুফ আ.) করেছিলেন।

### একটুখানি তাদাঝুর: ২৩

বর্তমানে অনেকেই নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবী করে। আবার মুসলমান বলেও দাবী করে। এটা অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতো অবস্থা। আদ জাতির তিনটা বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা' আলা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। সেগুলো বর্তমানের ধর্মনিরপেক্ষদের বেলায়ও খাটে:

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

এই ছিল আদ জাতি। যারা

ক. তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল।

খ. তাঁর রাসূলগণের অবাধ্যতা করেছিল।

গ. এমন সব ব্যক্তির আনুগত্য করেছিল, যারা ছিল চরম স্পর্ধিত ও সত্যের ঘোর দুশমন (হুদ ৫৯)।

### একটুখানি তাদাঝুর: ২৬

যেখানেই থাকি, শত ব্যস্ততার মাঝেও অন্তত একবার হলেও আল্লাহর যিকির করে নেয়া ভাল। এটা ভবিষ্যতে আমার জন্যে শক্ত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে:

يَوْمَئِذٍ نُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

সে দিন পৃথিবী তার যাবতীয় সংবাদ জানিয়ে দেবে (যিলযাল ৪)।

এটা অনেকটা বীজ বপনের মতো। আমি যেসব জায়গায় যিকিরের বীজ বপন করে রাখব, কেয়ামতের দিন জায়গাগুলো আমার জন্যে আল্লাহর দরবারে 'সাক্ষী' - এর চারা উৎপাদন করবে!

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি

সুবহানাল্লাহিল আযীম!

একটুখানি তাদাঝুর: ২৪

ইউসুন আ. ছিলেন মাছের পেটে। বুঝতে পারলেন, তিনি উম্মতকে ছেড়ে চলে এসে ঠিক করেন নি। আল্লাহর অনুমতি নিয়ে আসা দরকার ছিল। ভুল বুঝতে

পারার সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে তওবা করলেন। অনবরত দু' আ করে যেতে থাকলেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

( হে আল্লাহ! ) আপনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। আপনি সকল ঋণটি থেকে পবিত্র।  
নিশ্চয়ই আমি অপরাধী (আসিয়া ৮৭)।

আল্লাহর সাহায্য আসতে দেৱী হয় নি। অপরাধ যত বড়ই হোক, দোষ স্বীকার করলে, আল্লাহ তা' আলা মাফ করেই দেন।

একটুখানি তাদাব্বুর: ২৬

অমুকের অনেক টাকা!

অমুকের অনেক সম্পদ!

অমুকের অনেক জমিজমা!

= নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি খুশি?

অমুকের খালি বিপদ আর বিপদ!

অমুকের খালি রোগ আর রোগ!

অমুকের খালি লস আর লস!

= নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি নারাজ!

নাহ, হিশেবটা এত সহজ নয়। এটা বোঝার জন্যে একটা আয়াতের দ্বারস্থ হতে হয়:

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

আমি পরীক্ষা করার জন্যে তোমাদেরকে মন্দ ও ভালোতে লিপ্ত করি (আসিয়া ৪৩)।

নেয়ামত মানেই আল্লাহর সন্তুষ্টি, এমন নয়।

দুঃখ-কষ্ট মানেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি, এমনও নয়।

দুনিয়া পরীক্ষা (الابتلاء)-এর স্থান।

আখেরাত প্রতিদান (الجزاء) এর স্থান।

একটুখানি তাদাব্বুর: ২৬

মুখ দিয়ে কত কথা বের হয়ে যায়। সব সময় লাগাম দিয়ে রাখা যায় না। প্রতিটি

শব্দ উচ্চারণের আগে ভেবে নেয়া আমার জন্যে আবশ্যিক। এটা আল্লাহর হুকুম।

অমান্য করলে, আখেরাতের শাস্তি ছাড়াও দুনিয়াতেই নানা সমস্যা দেখা দেয়!

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

একটুখানি তাদাব্বুর | ১৯

আর আমার (মুমিন) বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন উত্তম কথা বলে (ইসরা ৫৩)।

আমি হয়তো না ভেবে দুম করে একটা কথা বলে দিয়েছি। শ্রোতাকে সরল পেয়ে। আমার ক্ষণিকের কথাটাই শ্রোতার হৃদয়কে সারাজীবন বিক্ষত করে গেছে! আমি টেরও পাইনি! ক্ষমা চাওয়ারও সুযোগ পাইনি! বড় ভয়ংকর বিষয়!

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ২৭

আমার সাথে কী যাবে? বিদ্যা? বুদ্ধি? বই? বউ? ব্যবসা? বাণিজ্য? খ্যাতি? নাহ, কিছুই আমার সাথে যাবে না।

وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ

আর আমি তোমাদেরকে যা-কিছু দান করেছিলাম, তা তোমাদের পেছনে ফেলে এসেছ (আনআম ৯৪)।

দুনিয়াতে কত কিছুই তো আমার ছিল! এবং সেসব আল্লাহর পক্ষ থেকেই দেয়া হয়েছে! তবুও কি আমি এসব সাথে নিতে পারব? না, পারব না। সবকিছু ফেলে রেখেই চলে যেতে হবে। ডাক এলে!

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ২৮

উমার রা.-এর কুরআন তাদাব্বুর উম্মতের দ্বিতীয় সেরা তাদাব্বুর! কিছু কিছু ক্ষেত্রে উমার রা.-এর তাদাব্বুরই প্রথম স্থান অধিকার করে! কয়েকটা ক্ষেত্রে তিনি ‘সিদ্দীকে আকবর’ রা.-কেও ছাড়িয়ে গেছেন। যদিও সামগ্রিক বিচারে ‘সাহেব গার’ - ই সেরা। সব সময় খুঁজি, উমার রা.-এর কোনও তাদাব্বুর পাওয়া যায় কি না! খুব বেশি মেলে না।

উমার রা.-এর বুঝ হয় ইসলামের বিশুদ্ধমত বুঝগুলোর একটি। তাই তিনি যখন কোনও কথায় কুরআন কারীমের আয়াত পেশ করেন, সেটা হয় বিশুদ্ধতম তাদাব্বুর!

এক লোক এসে তার কাছে জানতে চাইল:

- একদল লোকের গুনাহের প্রতি আগ্রহ আছে, কিন্তু গুনাহ করে না! তাদের কী হবে?

- তাদের সম্পর্কে একটা আয়াত বলতে হয়:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

তরাই এমন লোক যদের অন্তরকে আল্লাহ ভালভাবে যাচাই করে তাকওয়ার জন্যে মনোনীত করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কার (হুজুরাত ৩)।

গুনাহের চিন্তা প্রায় সকলেরই আসে। কিন্তু চিন্তাটাকে কাজে বাস্তবায়ন না করলে গুনাহ হবে না। মুত্তাকীগণ চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেন। অন্যরা পাপচিন্তার কাছে নতি স্বীকার করে ফেলেন।

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ২৯

১: হুদহুদ পাখি সুলাইমান আ.-এর দরবার থেকে, সামান্য সময় অনুপস্থিত ছিল, তাতেই পাখিটাকে কঠিন শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছিল (নামল ২০)।

= আমি দিন কে দিন রবের অনুপস্থিত! আমি কি রবের ‘গযব’ থেকে নিরাপদ আছি?

২: তাবুক যুদ্ধে তিনজন সাহাবী অনুপস্থিত ছিলেন। তাদেরকে নবীজি পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত বয়কট করেছিলেন (তাওবা ১১৮)।

= আমি বছর কে বছর রবের দরবারে অনুপস্থিত! আমার কী অবস্থা হবে?

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ৩০

কী চমৎকার একটা আয়াত! মানুষের কাজ করলে, তার বিনিময়ে কতটুকুই বা প্রত্যাশা করতে পারি? আর আল্লাহ তা‘আলার দরবারে?

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا

যে ব্যক্তি কোনও পুণ্য নিয়ে আসবে, তার জন্যে অনুরূপ তার দশগুণ (সওয়াব) রয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোনও অসৎকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে কেবল তারই সমান প্রতিফল দেয়া হবে (আনআম ১৬০)।

কী সুমহান প্রতিদান! কী মহৎ আমার রব!

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ৩১

সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে!

আমার সব সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে!

আমার মান-সম্মান ধূলোয় মিলিয়ে গেছে!

কিছু মনে করিনি, শুধু মুখ বুজে সবর করে গেছি! তাহলে আমার আর রইল কী?

নিশ^য়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন (বাকারা ১৫৩)।

= কেন, আল্লাহ আছেন! তিনি আমার সাথে ছিলেন। থাকবেন। সবর না করলেও থাকবেন। তবে সবর করলে, থাকার পাশাপাশি অনেক বেশি কিছু করবেন!

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ৩৩

কুরআন কারীমে জাহিলিয়াহ (الْجَاهِلِيَّةُ) শব্দটাকে চারটি বিষয়ের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. (ظَنُّ الْجَاهِلِيَّةِ)। ধারণা বা ‘জনের’ সাথে। জাহেলি যুগের ধ্যানধারণা। আলে ইমরান ১৫৩।

২. (حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ)। ফয়সালা বা হুকুম। জাহেলী যুগের বিধি-বিচার। মায়িদা ৫০।

৩. (تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ)। সাজসজ্জা-সৌন্দর্য প্রদর্শন। জাহেলী যুগের মতো সাজসজ্জা প্রদর্শন। আহযাব ৩৩।

৪. (حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ)। অহমিকা। জাহেলী যুগের অহমিকা। ফাতহ ২৬।

এখানে ‘জাহিলিয়াত’ মানে উম্মাহর ভ্রষ্টতা। বিপথগামিতা। সত্যচ্যুতি। চার প্রকারের জাহিলিয়াতেরই চারটা অবধারিত পরিণতি আছে:

এক: (ظَنُّ الْجَاهِلِيَّةِ)। উম্মাহর কলবগুলো বিকল হয়ে গেছে। পচে গেছে। ঘুনে ধরেছে। গুনাহের কারণে সত্যমিথ্যার পার্থক্যশক্তি লোপ পেয়েছে।

☞ উম্মাহ ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছে।

দুই: (حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ)। বিচারব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে গেছে, আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানবীয় আইন গ্রহণ করা হয়েছে।

☞ উম্মাহ ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছে।

তিন: (تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ)। নারীদের মধ্যে পরপুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শনের প্রবণতা বেড়ে গেছে। কেউ শুধু মুখ দেখিয়ে, কেউ শুধু গলার স্বর শুনিয়ে, কেউ শুধু নিজের রূপের ঝলক দেখিয়ে পুরুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে।

☞ উম্মাহ ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছে।

চার: (حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ)। দলাপ্রীতি, গোত্রপ্রীতি, অঞ্চলপ্রীতি, মানচিত্র-জাতীয় পাতাকা-সীমানাপ্রীতি সৃষ্টি হয়েছে।

☞ উম্মাহ ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছে।

এই চারটি কারণেই মুসলিম উম্মাহ ভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত হয়। গোমরাহির পথে পা বাড়ায়।

একটুখানি তাদাব্বুর: ৩৩

একটা বার্তা বা মেসেজে চারটা পক্ষ থাকে।

ক. বার্তা।

খ. বার্তাপ্রেরক।

গ. বার্তাবাহক।

ঘ. বার্তাগ্রাহক।

একটা বার্তা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বার্তার চারপক্ষের কোনও একটা পক্ষের কারণে হতে পারে। বার্তার চারটা পক্ষই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে অথবা এর উল্টোটাও ঘটতে পারে। কুরআন কারীম আল্লাহ তা' আলাহ বার্তা (الرسالة)। চারটা দিক থেকেই কুরআন কারীম অনন্য।

১: নিশ্চয়ই (وَإِنَّهُ) এ কুরআন,

২: রাসুল আলামীনের পক্ষ হতে অবতীর্ণ (لَنُنَزِّلَ رَّبُّ الْعَالَمِينَ)।

৩: জিবরাঈল (الرُّوحُ الْأَمِينُ) তা নিয়ে অবতরণ করেছে।

৪: আপনার অন্তরে (হে নবী)। শু' আরা ১৯১-৯৪।

এজন্য নবীজি সা. বলেছেন: কুরআন কারীম শিক্ষাদাকারী ও শিক্ষাগ্রহণকারী উভয়ে শ্রেষ্ঠতম মানুষ। আমি যদি কুরআন কারীম পড়ি, কুরআন কারীমের সাথে সময় কাটাই, কুরআন কারীমের আইন বাস্তবায়নের মেহনতে शामिल হই, তাহলে আমিও শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হব!

একটুখানি তাদাব্বুর: ৩৪

কুরআন কারীম সামনে রেখে অন্য কিছু করা আদব পরিবর্তী কাজ। এমনকি কুরআন রেখে কুরআন নিয়ে মশগুল হওয়াও ঠিক নয়। কেউ একজন কুরআন কারীম তিলাওয়াত করছে, তার তিলাওয়াতে বাধা সৃষ্টি আমি তিলাওয়াত করতে লেগে গেলাম, এটা ঠিক নয়। আল্লাহ তা' আলা নবীজি সা.-কে একবার বিশেষ পরিস্থিতিতে এমন করতে নিষেধ করেছিলেন। যখন ওহী নাযিল হতো, ওহী শেষ হওয়ার আগেই, নবীজি সা. তাড়াহুড়া করে মুখে মুখে পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করতেন। পাছে আবার ভুলে যান তাই! এটা দেখে আল্লাহ তা' আলা তাকে বলেছেন:

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْصَلَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

ওহীর মাধ্যমে যখন কুরআন কারীম নাযিল হয়, তখন তা শেষ হওয়ার আগে কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবেন না (তোয়াহা ১১৪)।

কুরআন কারীম আমার পূর্ণ মনযোগ দাবী করে। আমার অর্ধেক মন কুরআনে বাকিটা কারবারে, এটা কুরআনের জন্যে মানহানিকর!

একটুখাতি তাদাব্বুর: ৩৬

দায়ীগনের কাজ দাওয়াত দেয়া। একেকজন দায়ীর দাওয়াতদান পদ্ধতি একেক রকম। কেউ গল্পকাহিনী, নানা রকম দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে দাওয়াত দেন। কেউ আখেরাতের, জাহান্নামের, কবরের, আযাবের ভয় দেখিয়ে দাওয়াত দেন। কেউ সুর দিয়ে ওয়াজ করে দাওয়াত দেন। তবে সবচেয়ে সেরা দাওয়াত দানপদ্ধতি হচ্ছে কুরআন কারীম ব্যবহার করে দাওয়াত দেয়া। সুর এক সময় মুছে যাবে, কেসসা-কাহিনী এক সময় ভুলে যাবে, ভয়ভীতি এক সময় দূর হয়ে যাবে, একমাত্র কুরআন থেকে যাবে। এজন্যই আল্লাহ তা‘ আলা তার নবীকে হুকুম দিয়েছেন:

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ

- ( হে নবী) আপনি বলে দিন, আমি কেবল ওহী (কুরআন) দ্বারাই সতর্ক করি (আসিয়া ৪৫)।

কী বললেন? কুরআনের কথা বললে মানুষ মজা পায় না? শোনার আগ্রহ থাকে না? না থাকুক! আমি বলে যাব! এটা আমার রবের হুকুম! একদম কিছু না পারলে, ্রফে একটা আয়াত শুনিয়ে দেব! অর্থও বলতে হবে না! আমার কাজ এটুকুই, বাকিটুকু রবের কাজ!

একটুখাতি তাদাব্বুর: ৩৬

একটা আয়াত পড়ার সময়, একজন আদম সন্তান হিশেবে, বড় লজ্জাবোধ হয়। গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদনদী, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছু আমাদের চেয়ে এগিয়ে! আমরা সৃষ্টির সেরা জীব হয়েও একটা ব্যাপারে হেরে বসে আছি!

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ



আপনি কি দেখেননি, আল্লাহর সম্মুখে সিজদা করে যা-কিছু আছে আকাশম-  
লীতে, যা-কিছু আছে পৃথিবীতে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়, বৃক্ষ,  
জীবজন্তু ও বহু মানুষ? (হাজ্জ ১৮)।

সব প্রজাতির সকল সদস্য সিজদা করেছে, শুধু বনী আদমই সকলে সিজদা  
করার তালিকায় নেই। তাদের অনেকে সিজদা করে, অনেকে সিজদা করে না।  
তাহলে কি আমরা সামষ্টিকভাবে এদিকটাতে পিছিয়ে?

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ৩৭

সূরা নূরে একটানা আটটি আয়াতে, সাতচল্লিশ থেকে চুয়ান্ন। আল্লাহ তা‘ আলা  
একটা বিষয়ে তাকিদ দিয়েছেন: ওহীর আনুগত্য। ওহীকে সম্মান প্রদর্শন।  
এরপরেই পঞ্চাশ নাস্তার আয়াতে গিয়ে, আলোচনা করেছেন (الاستخلاف)  
প্রতিনিধিত্ব ও (التكئين) প্রতিষ্ঠা দান।

তার মানে কি এই, যমীনে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে, আগে আনুগত্য করে দেখাতে  
হবে। ওহীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। আল্লাহ তা‘ আলাই ভাল জানেন।

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ৩৮

কুরআন কারীম পঁচিশজন নবী (আ.)-এর কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘ আলা  
প্রায় সব নবীরই বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করেছেন! তার মধ্যে আল্লাহ-অভিমুখী  
(أَوَّابٌ) গুণটি তিনজন নবীর সম্পর্কে ব্যবহার করেছেন।

১: দাউদ আ.। সোয়াদ ১৭।

২: সুলাইমান আ.। সোয়াদ ৩০।

৩: আইয়ুব আ.। সোয়াদ ৪৪।

ক. একই সূরায় তিনজন নবী সম্পর্কে একই গুণাবলী ব্যবহার করা হয়েছে।

খ. তিনজন নবীকেই আল্লাহ তা‘ আলা পরীক্ষা করেছেন। এমন তারা সবরের  
পরীক্ষায় অত্যন্ত ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

গ. বাপ-বেটা ছিলেন রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী। আইয়ুবও ছিলেন অগাধ ধন-সম্পদ  
ও বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী।

ঘ. তিনজন সম্পর্কেই আল্লাহ তা‘ আলা আরেকটি গুণ ব্যবহার করেছেন। দাস  
(الْعَبْدُ)।

তার মানে কি এই:

- ১: রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা সামাজিক ক্ষমতা বা বড় ধরনের কোনও পদের অধিকারী হলে, তার ‘আবদ’ ও ‘আউয়াব’ এ দুই গুণ থাকা জরুরী?
- ২: বড় কোনও পদে গেলে, ‘আল্লাহ তা’ আলা তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করবেন? আর তাকে তখন সবরের পরিচয় দিতে হবে?

একটুখাতি তাদাব্বুর: ৩৯

তিনটা পাপ সব গুনাহের মূল:

১: কিবির। অহংকার।

আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করেছে। এ-পাপ শয়তানকে জান্নাত থেকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে।

২: হিরস। লোভ।

আদমকে জান্নাত থেকে সাময়িকভাবে দুনিয়াতে নিয়ে এসেছে। নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কারণে। শয়তান লোভ দেখিয়েছিল, এ-ফল খেলে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে।

৩: হাসাদ। হিংসা।

কাবীল নিজের ভাই হাবীলকে হত্যা করেছে। হিংসাবশত।

এই তিন পাপ থেকে বাঁচতে পারলে, সব পাপ থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যায়।

‘আল্লাহ তা’ আলা সহজ করে দেন।

ক. কুফর সৃষ্টি কিবির (অহংকার) থেকে।

খ. নানাবিধ পাপ আসে হিরস (লোভ) থেকে।

গ. জুলুম ও অত্যাচার আসে হাসাদ (হিংসা) থেকে।

একটুখাতি তাদাব্বুর: ৪০

অতীতে গুনাহ করে ফেলেছি? যা হওয়ার হয়ে গেছে! কাজটা ঠিক হয়নি অবশ্যই! কিন্তু গুনাহ ফেলে রাখলে কেমন দেখায় না? ময়লা বস্ত্র ঘরে রেখে স্বস্তিতে থাকা যায়? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেয়াই তো যুক্তিযুক্ত! কাপড়ে ময়লা লাগলে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলি। আমলনামায় পাপ নিয়ে আরামসে ঘুরে বেড়াচ্ছি? গা ঘিনঘিন করে না? তাওবা হল ‘সাবান’। গুনাহ দূর করার আসমানী ব্যবস্থা। এই সাবান ব্যবহার করতে লজ্জা কেন? অনীহা কেন? নবীগনও এই সাবান ব্যবহার করে গেছেন। দুনিয়ার সাবানে সব ময়লা সাফ হয় না। ধোলাইয়ে দিলেও

সব সময় কাপর নিখুঁত পরিষ্কার হয় না। কিন্তু তাওবা শতভাগ কার্যকরী সাবান। এর কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা কুফরি। কারণ তাতে প্রকারান্তরে আমি আল্লাহ সম্পর্কেই খারাপ ধারণা পোষণ করলাম। ভবিষ্যতে আর গুনাহ করব কি করব না, পাপ হবে কি হবে না, সেটা ভবিষ্যতের জন্যেই তোলা থাক! এখন কাজ হল অতীত সাফ করা নিয়ে! দোষ করলে সাথে সাথে স্বীকার করে নেয়া নবীগণের গুণ:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ

আর (এভাবে) আদম নিজ প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল ও বিভ্রান্ত হল। অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন। সুতরাং তার তাওবা কবুল করলেন ও তাঁকে পথ দেখালেন (তাহা ১২১-১২২)। একজন নবী যেখানে তাওবা করতে লজ্জা পাননি, পিছপা হননি আমি একজন অতি নগন্য মানুষ হয়েও কেন তাওবার ব্যাপারে পিছিয়ে থাকব?

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ৪০

আমি অব্যাহত হতে পারি। আদেশ অমান্যকারী হতে পারি। গুনাহগার হতে পারি। পাপী হতে পারি। কিন্তু তিনি?

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

নিশ্চয়, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু (নিসা ২৯)।

তিনি আমার সবকিছু দয়ার সাথে বিবেচনা করেন। ক্ষমার সাথে বিবেচনা করেন। াহের সাথে নাড়াচাড়া করেন। এমনকি আমি যখন তার রহমতের প্রতি অনীহ থাকি, তখনও তিনি আমার প্রতি দয়ালু থাকেন। আমার সুখের জন্যে পথ তৈরী করে রাখেন।

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ৪১

রুজি রোজগার নিয়ে কত কত দুশ্চিন্তা! হাহতাশ! এটা ভুলে যাই, রিযিক আল্লাহর হাতে। তিনি যেভাবে চলতে বলেছেন সেভাবে চললে, রিযিক এমনি এমনি এসে ধরা দেবে। তিনি কিভাবে চলতে বলেছেন?

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

এবং নিজ পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচলিত থাক।

আমার কথা মেনে চলো। তাহলে?

لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ

আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না। রিযিক তো আমিই দেব (ত্বহা ১৩২)।  
রিযিকের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আল্লাহর। অন্যের কাছে কত সম্পদ আছে সেটা আমার  
দেখার দরকার নেই। আমার কাছে যা আছে, আমি সেটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব।  
মনে করব, এটাই আমার জন্যে তিনি বরাদ্দ করেছেন। আমি তার কাছে দু' আ  
করে যাব, চেষ্টা করে যাব, হাতে যা আসে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব।

একটুখানি তাদাঙ্গুর: ৪৩

আল্লাহ তা' আলা আমার প্রতি কোমল। আমার প্রতি দয়ালু। তিনি আমার ভাল  
চান। কিসে আমার ভাল হবে, সেমতে ফয়সালা করেন। কতটুকু রিযিক আমার  
জন্মে ভাল হবে, ততটুকু বরাদ্দ করেন।

اللَّهُ أَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ

আল্লাহ নিজ বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। তিনি যাকে চান রিযিক দান করেন (শূরা  
১৯)।

আমাকে বেশি রিযিক দিলে, আমি বিগড়ে যেতে পারি, আমাকে অর্থসংকটের  
মধ্যে রাখেন। আমাকে কম রিযিক দিলে আমি বিপথে চলে যেতে পারি। আমাকে  
প্রাচুর্য দান করেন। তার দয়া আমাকে বেষ্টন করেই আছে। আমার দায়িত্ব হল,  
তিনি আমাকে যে অবস্থায় রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকা।

একটুখানি তাদাঙ্গুর: ৪৪

পৃথিবীতে আমি যা যা চাই, তার সবটুকু কি পাই? কত কি অধরা থেকে যায়!  
কত অপ্রাপ্তি! কত অতৃপ্তি! কত না পাওয়ার বেদনা! কত পেয়েও হারানোর  
অনুশোচনা? কিন্তু একটা জায়গা আছে, সেখানে আমি যা চাইব, তার শতভাগ  
পেয়ে যাবো!

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

তারা সেখানে যা-কিছু চাবে তাই পাবে (নাহল ৩১)।

আমার কী চাই?

আদর্শ স্বামী?

আদর্শ স্ত্রী?

সুরম্য অট্টালিকা?

হাজার আইটেমের বুফে?

সব সবই সেখানে পাওয়া যাবে!

আমি কত কিছু চাই! সব চাওয়া কি আমার জন্যে যুক্তিযুক্ত? শিশু যা দেখে তার বায়না ধরে, বাবা-মা কি তার বায়না পূরণ করেন? শিশু বড় একটা গাড়ি দেখলেও সেটা পাওয়ার পোঁ ধরে! বাবা-মা বলেন আগে লেখাপড়া শিখে বড়, তারপর পাবে। আমরাও আল্লাহ তা' আলাহ কাছে শিশুর মতোই! আমি চাইলেই তিনি দিয়ে দেন না! তিনি বিবেচনা করেন, আমার চাওয়াটা যুক্তিযুক্ত কি না? আমি হজম করতে পারব কি না! শিশু দশ টাকা চাইলে, বাবা পাঁচ টাকা দেন! অনেক সময় টাকা চাইলে টাকা দেন না, কী খাবে সেটা জিজ্ঞেস করে কিনে দেন! দু' আর ব্যাপারটাও এমন। সাথে সাথে কবুল করা হয় না। যেভাবে চাই হুবহু সেভাবে কবুল হয় না! বাবার কাছে কিছু চাইলে, বাবা সেটা না দিলেও যেমন সন্তানের চাওয়াটা মাথায় রেখে দেন, পরে উপযুক্ত সময়ে অনুকূল পরিস্থিতিতে সন্তানের চাওয়া পূরণ করেন। আল্লাহ তা' আলাও এমনি! আমাদের কোনও চাওয়াই বৃথা যায় না! বিফলে যায় না। একটু অপেক্ষা করতে হয়!

قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ دَعْوَتُكُمْ

আল্লাহ বললেন, তোমাদের দু' আ কবুল করা হল (ইউনুস ৮৯)।

মুসা ও হারুন আ. ফেরআওনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, তার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে বদ দু' আ করেছিলেন। কারো কারো মতে সে দু' আ কবুল হয়েছিল চল্লিশ বছর পরে!

তাও দু' ভাই জীবদ্দশায় বদ দু' আর ফল দেখে যেতে পেরেছিলেন। ইবরাহীম আ. নিজের বংশে একজন রাসূল পাঠানোর দু' আ করেছিলেন। সূরা বাকারার ১২৯তম আয়াতে দু' আটা আছে। সে দু' আ কবুল বাস্তবায়িত হয়েছিল ২৫০০ বছর পরে। একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়, দু' আ কবুল হওয়া আর কবুল হওয়ার ফল প্রকাশ পাওয়া দুটি ভিন্ন বিষয়। আমি যা দু' আ করি, তা রাব্বের কারীম সাথে সাথেই কবুল করে নেন। তবে সেটার ফল প্রকাশ হতে সময় লাগে। অথবা আমি যেটার জন্যে দু' আ করেছি, হুবহু সেভাবে ফলটা প্রকাশ পায় না। অন্য কোথাও অন্য কোনওভাবে প্রকাশ পায়। হতাশ বা নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। মন খুলে দু' আ করতে থাকব!

আমার রব আমার সাথেই আছেন। কিন্তু আমি সেটা অনুভব করতে পারি না। আমার সাড়ে তিন হাত শরীরে কত কিছুই তো আছে, তার সবটা কি অনুভব করতে পারি? তবে আল্লাহর সঙ্গ (المَعِيَّة) অনুভব করা যায়। তার একমাত্র উপায় হল:

وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي

তোমরা (দু' জনে) আমার যিকিরে শৈথিল্য করো না (ত্বহা ৪২)।

আল্লাহ তা' আলা দু' ভাইকে বললেন, আমার আয়াত নিয়ে ফেরআওনের কাছে যাও। দেখো, যিকির বন্ধ করো না। একটানা। অনবরত। তাহলে আমাকে সাথে পাবে। আমার উষ্ণ সাহচর্য অনুভব করতে পারবে। তাসবীহের দানায় গুণে গুণে কৃপণের মতো একশ দুইশ বারে কিছু হবে না। অবশ্য নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল! আপাতত না হয় গুণে গুণেই শুরু হোক!

একটুখাতি তাদাব্বুর: ৪৭

নিজের মতো করে চলি! খেয়াল-খুশির অনুসরণ করি! যখন মন যা চায় করি! শরীয়ত কী বলে, কুরআন কী বলে, হাদীস কী বলে, তার কোনও ধার ধারি না! এভাবে চললে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন সময়!

فَتَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ وَنُخْزِيَ

তাহলে তো আমরা লাঞ্চিত ও অপমানিত হওয়ার আগে আপনার আয়াতসমূহ অনুসরণ করতে পারতাম (ত্বহা ১৩৪)।

ওহীর শিক্ষা অনুসরণ না করলে, দুনিয়াতেও লাঞ্ছনা আখেরাতেও অপমান! কাফেররা নিজেদের বিপদ দেখে আশ্বেপ করবে, কেন আমাদের কাছে রাসুল পাঠানো হল না, তাহলে আমরাও তার অনুসরণ করতে পারতাম! এখন এই অপমানের জালা সহিতে হত না!

একটুখাতি তাদাব্বুর: ৪৮

আমার কাজ হল, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখা। তিনি আমার জন্যে যে ফয়সালা করে, সেটাই আমার জন্যে ভাল। মানুষ যতই শত্রুতা করুক, আমি আল্লাহর দেয়া নেয়ামত পাবই!

وَإِنْ يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

তিনি যদি তোমার কোনও মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তবে এমন কেউ নেই, যে তার অনুগ্রহ রদ করবে (ইউনুস ১০৭)।

তিনি যা করেন, আমার ভালোর জন্যেই করেন। তার ইচ্ছাই পৃথিবীতে বাস্তবায়িত হবে। মানুষ বাধা দিক, বিঘ্ন ঘটাক! আমারটা আমি পেয়ে যাবো!

একটুখাতি তাদাব্বুর | ৩০

আল্লাহ তা‘ আলা ইসলামের জন্যে যার বক্ষ খুলে দিয়েছেন, ফলে সে তার প্রতিপালকের দেওয়া আলোতে এসে গেছে (সে কি কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের সমতুল্য হতে পারে? যুমার ২২)।

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ

আয়াতে বর্ণিত আলো বা নূরটা কী?

- ১: (الإستقامة) আমলের উপর অটল থাকা।
- ২: (الطمأنينة) অন্তরে ঈমানের প্রশান্তি অনুভব করা।
- ৩: (العلم والإيمان) ইলম ও ঈমান লাভ করা।
- ৪: (العدل والإحسان) সুবিচারবোধ ও সদাচারে অভ্যস্ত হওয়া।

একজন নবীর চেয়ে বেশি তাওয়াস্কুল আর কে করতে পারে? সে নবী যদি মুসা আ.-এর মতো শরীয়তধারী রাসুল হন? তিনিও যখন আল্লাহর হুকুমে থিযিরের সাথে দেখা করার জন্যে বের হয়েছেন, সাথে পাথেয়-খাবার নিয়ে গেছেন। খাবারের হলে সঙ্গীকে বলেছেন:

أَتَيْنَا غَدَاءَنَا

আমাদের নাশতা লও (কাহফ ৬২)।

নিজের সাথে যতটুকু কুলোয় ততটুকু করার পর, আল্লাহর উপর তাওয়াস্কুল করতে হবে। মুসা আ. সফরে বের হওয়ার সময় যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েই বের হয়েছেন। আল্লাহ বের হতে বলেছেন, আল্লাহই খাওয়াবেন, এমন ধারণা করে শূন্য হাতে বের হয়ে পড়েননি।

ইবাদত ও দু‘ আর মধ্যে তিনটি বিষয় থাকা জরুরী।

- ১: মহব্বত।
- ২: আশা।
- ৩: ভয়।

এ-তিনটি বস্তু থাকলে ইবাদত ও দু ' আ পূর্ণতা পায়। সূরা ফাতিহা একাধারে ইবাদত ও দু ' আ। তার মধ্যে তিনটি বিষয়ই বিদ্যমান। একটু দেখা যাক।  
ক: (الْحَمْدُ لِلَّهِ) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

❖ মহব্বত।

খ: (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

❖ আশা।

গ: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) কর্মফল দিবসের মালিক।

❖ ভয়।

### একটুখানি তাদাব্বুর: ৫৩

শ<sup>১</sup> গুরবাড়ি থেকে বের হয়েছেন। রওয়ানা দিয়েছেন নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে। পথ চলতে চলতে রাত হয়ে গিয়েছে। শীতও পড়ছে। দূর থেকে আগুন দেখা গেল। পরিবারকে বললেন, তোমরা একটু বসো। দেখি তোমাদের জন্যে (قَبَسٍ) জ্বলন্ত অংগার নিয়ে আসতে পারি কি না! অথবা আগুনের কাছে আমি পথের কোনও (هُدًى) দিশা পেয়ে যাবো (তুহা ১০)।

সত্যিই তিনি দিশা পেয়েছিলেন আগুনের কাছে। খোদ হিদায়াতের মালিককেই পেয়ে গিয়েছিলেন। বিবি-পরিবার নিয়েই বের হয়েছিলেন। আল্লাহকে পেতে হলে, বিবি-বাচ্চা ছেড়ে দেয়া আবশ্যিক নয়।

একটুখানি তাদাব্বুর: ৫৩

মুসা আগুনের কাছে গেলেন। আচানক ডাক দেওয়া হল হে মুসা (يَا مُوسَى)। আল্লাহর সাথে এটাই প্রথম সরাসরি সাক্ষাত। প্রথম সাক্ষাতেই এভাবে নাম ধরে ডাকা! আপন ভঙ্গিতে। আর রক্ত-মাংসের একজন মানুষ বিশ <sup>১</sup> জগতের ারষ্টা আওয়াজ নিজ কানে শুনছেন! এ চাটুখানি ব্যাপার? এ-এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আয়াতটা পড়ার সময় কত স্বাভাবিকভাবেই না চলে যাই! (তুহা ১১)। আমাদেরও এমন ডাক শোনার আগ্রহ থাকা কাম্য। তার দীদার লাভের তামান্না রাখা কাম্য। তবে সেটা হবে আখেরাতে।

### একটুখানি তাদাব্বুর: ৫৪

আল্লাহ তা' আলা মুসাকে দুইবার নিজের পরিচয় দিয়েছেন। নিজ থেকেই।

( ১ ): নিশ্চয় আমিই তোমার রব (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ)। তোয়াহা ১২।



(২): নিশ্চয় আমিই আল্লাহ (إِنِّي أَنَا اللَّهُ)। তোয়াহা ১৪।

ছোট দু' টি বাক্য। রাবে কারীম স্বয়ং নিজের পরিচয় তুলে ধরছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ বায়োডাটা আর দ্বিতীয়টি নেই। একজন সৃষ্টির কাছে স্রষ্টা খোদ আত্মপরিচয় তুলে ধরছেন। একজন বিশ্বাসীর কাছে, এর চেয়ে সুন্দর আর প্রিয় বায়োডাটা আর হতে পারে না।

একটুখানি তাদাক্কুর: ৫৬

ঈমান অনেক বড় এক নেয়ামত। অতি সম্মানী এক সম্পদ। আল্লাহ তা' আলা ঈমানদারকে নানাভাবে সম্মান দান করেন। আখেরাতে বদআমলীর কারণে অনেক ঈমানদারও জাহান্নামে যাবে। আযাব ভোগ করবে। তবে কাফেরের আযাব আর মুমিনের আযাবে বোধহয় পার্থক্য থাকবে।

কুরআন কারীমে (عَذَابٌ مُّهِينٌ) বা 'লাঞ্ছনাকর আযাব' শব্দবন্ধটা এসেছে মোট ১৪ বার। প্রতিবারই সেটা ব্যবহৃত হয়েছে কাফেরদের সম্পর্কে। তার মানে, মুমিনগণ সাময়িক আযাব ভোগ করলেও, সেটা কষ্টকর হবে তবে লাঞ্ছনাকর হবে না।

একটুখানি তাদাক্কুর: ৫৬

সূরা ফাতিহার শেষে রাবে কারীম দু' টি জাতি সম্পর্কে দু' টি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন,

১: ইহুদিদের সম্পর্কে বলেছেন (الْمَغْضُوبِ) গযবগ্রস্ত।

২: খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলেছেন (الضَّالِّينَ) ভ্রষ্ট।

যারা ইহুদিদের সাথে বন্ধুত্ব করে, খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ওঠাবসা করে, তাদের একটু চিন্তা করা উচিত, আমিও 'গযবগ্রস্ত' বা ভ্রষ্টদের তালিকায় উঠে যাচ্ছি না তো? তাদের গযব ও ভ্রষ্টতার ছোঁয়া আমার গায়েও এসে লাগছে না তো? যারা ইহুদি-নাসারার দেশে বাস করে, তাদেরও বিষয়টা ভেবে দেখা উচিত। ঈমান ও আমলের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। অন্তত ভেতরে ভেতরে হলেও কুফুরের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা উচিত বলে মনে হয়।

কাজে নামলে, ময়দানে থাকলে, কতজন কত কথা বলবে। এসব শোনার সুযোগ কোথায়! কাজের লোকেরা এসবের প্রতি ভ্রক্ষেপও করে না। ফিরেও তাকায় না। তবুও মাঝেমাঝে এমন আক্রমণ আসে, সাধারণ স্তরের মেহনতকারীদের জন্যে সেটা হজম করা কঠিনই হয়ে যায় বটে।

দেখা গেল, অনেক চিন্তাভাবনা পরামর্শ করে একজন লেখক একটা লেখা তৈরী করল, একজন বক্তা একটা বক্তব্য তৈরী করল, বক্তব্য বা লেখার বিষয়বস্তু কারো কায়েমী স্বার্থে আঘাত হানল, ব্যস অমনি শুরু হয়ে যাবে প্রতিরোধের তুফান।

কিছু মানুষের স্বভাবই হল, গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধানো, যেচে এসে উটকো উপদেশ বিতরণ করা, শুধু শুধু খোঁচাখুঁচি করে ভেতরে পুষে রাখা আক্রোশের চরিতার্থ করা। এদের থেকে বাঁচার সহজ কোনও উপায় নেই। কুরআন কারীম এদের বিষাক্ত আক্রমণ থেকে বাঁচতে একটা অব্যর্থ দাওয়াই দিয়েছে। এককথায় প্রকাশ করতে গেলে কুরআনি শব্দে বলতে হয়:

ই' রাদ (إِعْرَاضُ)। উপেক্ষা করা। এড়িয়ে যাওয়া।

(এক) পাগলের পাগলামির জবাব দিতে যাওয়াও পাগলামি। মূর্খের সাথে তর্ক করতে যাওয়াও মূর্খতা। বেপরোয়া দুষ্টলোকের সামনে পড়ে গেলে, নরম কথা বলে সসম্মানে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا  
রহমানের বান্দা তারা, যারা ভূমিতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞলোক যখন তাদেরকে লক্ষ্য করে (অজ্ঞতাসুলভ) কথা বলে, তখন তারা শান্তিপূর্ণ কথা বলে (ফুরকান ৬৩)।

(দুই) অজ্ঞ লোকদের আক্রমণ শুধু এখন নয় নবীগনের যুগেও ছিল। নবীগণ অজ্ঞদের এসব আক্রমণে মোটেও বিচলিত হননি,

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ

অচিরেই নির্বোধ লোকেরা বলবে (বাকারা ১৪২)।

মদীনায় আসার পর প্রায় সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ পড়া হয়েছিল। পরে আবার কা' বার দিকে ফিরেই নামাজ পড়া হতে থাকে। আল্লাহ তা' আলা আগেই বলে রেখেছেন, এই কিবলা পরিবর্তনের কারণে 'নির্বোধেরা' হইচই শুরু করে দিবে। এসবের প্রতি কান দেয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

(৩) জাহিলদেরকে উপেক্ষা করতে, সরাসরি হুকুম করা হয়েছে নবীজি সা.-কে ,

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

আর অজ্ঞদের অগ্রাহ্য করুন (আ' রাফ ১৯৯)।

কুরআন কারীমে আটবারেরও বেশি অজ্ঞ-কাফের-মুশরিক-জাহেলদেরকে উপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। ইবরাহীম আ.-কেও একই উপদেশ দেয়া হয়েছে। ইউসুফ আ.-কেও উপদেশটা দেয়া হয়েছে।

যখনই কেউ আঘাত করে, কুরআন কারীমের আয়াতগুলোর প্রতি নজর বুলালে কষ্ট কমে যায়। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি কখনোই নির্বোধের কথায় প্রভাবিত হয় না। নির্বোধের কথাকে গুরুত্বও দেয় না। নবীগনের আদর্শে অটল থেকে আপন মনে কাজ করে যায়।

একটুখানি তাদাব্বুর: ৬৮

সূরা ফাতিহা সমস্ত আসমানী ইলমের খনি। আত্মার ব্যাধিসমূহের চিকিৎসাও বটে। তিনটি বড় বড় আত্মিক রোগের চিকিৎসা করা হয়েছে,

(১) রিয়া (الرياء) বা লোকদেখানো মনোভাব মারাত্মক এক রোগ। এই রোগ মানুষকে আল্লাহর সাথে শিরিক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। (إِنَّكَ نَعْبُدُ) আমি আপনারই ইবাদত করি। আমি স্বীকার করে নেই, আমার ইবাদত, আমার সালাত শুধুই আপনার জন্যে। অন্য কাউকে দেখানোর জন্যে নয়। প্রতি নামাযে বারবার এই আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে রিয়ার চিকিৎসা করা হতে থাকে।

(২) উজব (العجب) আত্মস্মরিতা। হামবড়া ভাব। অহংকার। আমিই সেরা। আমার চেয়ে ভাল, আমার চেয়ে উত্তম কেউ নেই। আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কারো ধার ধারি না। সবাই আমার কাছে আসবে। আমার দ্বারা ধর্না দিবে। আমি কারো কাছে নত হতে যাবো কেন?

(وَإِنَّكَ نَسْتَعِينُ) আর আমি আপনারই কাছে সাহায্য চাই। রবের কাছে নতজানু হয়ে চাওয়ার মাধ্যমে নিজের ভেতরে থাকা অহংবোধ চুরচুর হতে থাকে। নিজের অসহায়ত্ব তুলে ধরে, 'আল্লাহ তা' আলাদা দরবারে সকাতর প্রার্থনা, মনকে বিনয়ী করে তোলে। দূর হয়ে যায় যাবতীয় 'উজব'।

(৩) জাহল (الجهل) বা অজ্ঞতা মারাত্মক এক সমস্যা। আগের দুটো আত্মিক রোগ হলে, এটা আকলি (বুদ্ধিবৃত্তিক) রোগ। অজ্ঞতা মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। শিরকে লিপ্ত করে। গুনাহের পথে টেনে নিয়ে যায়। (أَهْدِنَا الصِّرَاطَ) আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন। হেদায়াত বা সরল পথ পাওয়া

মানেই অজ্ঞতা দূর হওয়া। গোমরাহি বা ভ্রষ্টতা তো অজ্ঞতারই আরেক নাম।  
আমরা হেদায়াত চাওয়ার মাধ্যমে প্রকারান্তরে অজ্ঞতাকেই দূর করার প্রার্থনা করছি।

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ৬৯

একা একা দ্বীনি ইলম হাসিল করা ঠিক নয়। ওস্তাদ ধরা জরুরী। নিজে নিজে  
আল্লাহকে চেনা কঠিন। আল্লাহ তা‘ আলাও এমনটা পছন্দ করেন না। তাকে চিনতে  
হলে কী করতে হবে? এর উত্তর প্রিয় রবই দিয়ে দিয়েছেন,  
الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا  
তিনি রহমান। তার (মহিমা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর কোনও জ্ঞাতজনকে (ফুরকান  
৫৯)।

আল্লাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে হবে, যিনি আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অবগত আছেন।  
আমি যা জানি না, তিনি তা জানেন। তবে জ্ঞাতজন (خَبِير) সব সময় এক রকম  
হবে না। এক মানের হবে না। প্রশ্নকর্তার ধরন বদলের সাথে সাথে ‘খাবীরের’  
ধরনও বদলাবে।

ক. প্রশ্নকর্তা যদি নবীজি সা. হন, তাহলে খাবীর হবেন খোদ রাব্বের কারীম।

খ. প্রশ্নকর্তা যদি সাহাবী হন, তাহলে খাবীরের ভূমিকায় থাকবেন নবীজি সা.।

গ. প্রশ্নকর্তা যদি তাবেয়ী হন, তাহলে খাবীর হবেন সাহাবায়ে কেরাম।

ঘ. প্রশ্নকর্তা আমি হলে, তাহলে খাবীর হবেন আমার আশেপাশের অভিজ্ঞ কোনও  
আলিম।

একটু চিন্তা করলেই বের হয়ে আসে,

আমি যখন প্রশ্নকর্তা, তখন আমি এই আয়াতের আওতায় এসে গেলাম। আয়াত

নাযিল হওয়ার সময় এই আয়াতের উপর আমলকারীদের তালিকায় আমিও

ছিলাম। সুবহানাল্লাহ। আর যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তিনিও আল্লাহর মনোনীত

‘খাবীর’। লগুহে মাহফুযে তার নাম খাবীরগণের তালিকায় লিখিত আছে। আল্লাহ

আকবার।

রুহ মানে আত্মা। প্রাণ। কুরআন কারীমে দু’ রকম রুহের কথা আছে।

প্রথম প্রকার:

- তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, রুহ (এর হাকীকত) সম্পর্কে। (রুহ কী?)

عَنِ الرُّوحِ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ

- আপনি বলে দিন, রুহ হল আমার আদেশ ঘটিত (ব্যাপার, এ ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না)। ইসরা ৮৫।

فَلِلرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

এ-রুহের সাহায্যে মানুষ বেঁচে থাকে। পার্থিব জীবন যাপন করে। হাসে। কাঁদে। খায়দায়। ঘুরে বেড়ায়। স্রষ্টার আনুগত্য করে। অবাধ্যতা করে।

দ্বিতীয় প্রকার:

এই রুহ প্রথম রুহের চেয়েও শক্তিশালী। এই রুহ ছাড়া প্রথম রুহ মরে যায়। শুধু প্রথম রুহ কেন, বিশ্বের সবকিছুই দ্বিতীয় রুহ ছাড়া অচল।

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ

এমনিভাবে আমি আপনার কাছে কুরআন (রুহ) নাযিল করেছি (শূরা ৫২)।

কুরআন কারীমকে আল্লাহ তা‘ আলা ‘ রুহ’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই রুহ কতটা শক্তিশালী?

مَا كُنْتُ نَذِيرٍ مَّا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نُّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ

(১). হে নবী, আপনি কুরআন নাযিলের আগে জানতেন না, কিভাবে কি! জ্ঞান কী, ওহী কি!

(২): হে নবী, আপনি কুরআন নাযিলের আগে জানতেন না, ঈমান কি!

(৩). আমি (আল্লাহ) এই কুরআনকে নূর (আলো-জ্যোতি) বানিয়েছি।

(৪). এই কুরআন দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা করি, হেদায়াত দান করি।

আমি পথের দিশা পাচ্ছি না? কুরআনই হবে আমার দিশা।

আমি আলো পাচ্ছি না? কুরআনই হবে আমার আলো।

আমি মনে সুখ পাচ্ছি না? কুরআনই হবে আমার সুখ।

আমি ঈমানের স্বাদ পাচ্ছি না? কুরআনই দেবে আমায় ঈমানের স্বাদ।

আমি নিজের মধ্যে জ্ঞানের স্বল্পতা অনুভব করছি? কুরআনই দেবে আমায় পর্যাণ্ড

জ্ঞান।

আমি নিজের মধ্যে প্রাণ খুঁজে পাচ্ছি না? কুরআনই দেবে আমায় প্রাণ।

একটুখানি তাদাব্বুর: ৬৩

বোকা মানুষ।

জ্ঞানী মানুষ।

বোকা মানুষ মনে করে, সে যা চায়, সে চেষ্টা-পরিশ্রম করলেই তা পেয়ে যাবে।

কর্পোরেট জগতে মোটিভেশনাল স্পীচগুলোতে এমনটাই বারবার আওড়ানো হয়,  
أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى

মানুষ যা চায় (আকাঙ্ক্ষা করে), তাই কি পায়?

আধুনিক কালের বক্তারা এমন একটা ‘মন্ত্র’ তরুণদের মনে বিড়বিড় করে ফুঁকে দেয়। এন্টারপ্রেনার (Entrepreneur) বা (নবউদ্যোক্তা)-রা কর্পোরেট বক্তাদের কথায় বুদ্ধ হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাই ‘মিসিং’ হয়ে যায়।

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى

অতএব পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব মঙ্গলই আল্লাহর হাতে (নাজম ২৪-২৫)।

এন্টারপ্রেনাররা মনে আসল পুঁজি ছাড়াই যুদ্ধে নেমে পড়ে। আসল পুঁজি তো (توفيق) (الله) আল্লাহর তাওফীক।

একটুখানি তাদাব্বুর: ৬৩

ভাইয়েরা পরামর্শে বসেছে। ইউসুফকে নিয়ে তারা কী করবে। বেশিরভাগই হত্যার পক্ষে পরামর্শ দিল। শুধু এক ভাই ব্যতিক্রমী মতামত পেশ করল,  
قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْفُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ  
তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং তাকে কোনও এক অন্ধকূপে ফেলে দাও, যাতে কোনও কাফেলা তাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে। যদি তোমাদের কিছু করতেই হয় (ইউসুফ ১০)।

( এক) ছোট্ট একটা পরামর্শ, ইতিহাসই বদলে দিয়েছে। শুধু মিসর নয়, বিশ্বের। ভাইয়ের পরামর্শে ইউসুফকে হত্যা করা হল না। বেঁচে গেলেন তিনি। মিসরে এলেন। দুর্ভিক্ষমুক্ত করলেন। রাষ্ট্রপ্রধান হলেন। পরে পরিবারের বাকীরা এলো। এই বংশে মুসার আ.-এর মতো মহান নবীও মিসরে জন্ম নিলেন। ফেরআওন বধ হল। তাওরাত এল। আরও কত কি!

( দুই) যত তুচ্ছ বিষয়েই হোক, মানুষের কল্যাণ কামনা করে যেতে পিছপা না হওয়া।

( তিন) আশেপাশের মানুষ যতই বৈরি হোক, নিজের সুচিন্তা প্রকাশে দ্বিধায় না ভোগা।

( চার) শুধু ভিন্নমত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না, পাশপাশি উদ্ধারের পথও বাতলাতে হবে। নইলে ভিন্নমত ধোপে টিকবে না।

( পাঁচ) পরামর্শ করতে অভ্যস্ত হওয়া। মন্দ কাজের ইচ্ছা হলেও পরামর্শ করতে বসা। বলা যায় না, পরামর্শের বদৌলতে মন্দ অভিপ্রায় থেকে ভাল কিছুতে উত্তরণও হয়ে যেতে পারে।

( ছয়) নিজেকে ইতিবাচক চিন্তায় অভ্যস্ত করে তোলা অত্যন্ত জরুরী। ছোট্ট একটি চিন্তা বদলে দিতে পারে অনেক কিছুই।

### একটুখানি তাদাব্বুর: ৬৪

ইস্তেকামত (الاستقامة) মানে অবিচলতা। হকের উপর অটল থাকা। সাধারণ মানুষের পক্ষে, পরিপূর্ণ ইস্তেকামত সম্ভব নয়।

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۖ

তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, এতএব তাঁরই প্রতি অবিচল থাকো আর তার কাছে ক্ষমা চাও (হামীম সাজদাহ ৬)।

মানুষের কোনও কাজই পরিপূর্ণ নয়। মানুষ কোনও কাজ পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখে না। ইবাদতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো (তাগাবুন ১৬)।

আমার দায়িত্ব সাধ্যের চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত চেষ্টা করা। তাকওয়া ও ইস্তেকামত উভয় ক্ষেত্রে নিজের প্রয়াসকে পূর্ণতার মাত্রায় পৌঁছানো অসম্ভব। তাই নিজের সাধ্যের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করে, বাকি ঘটতিটুকুর জন্যে ক্ষমা চাইব। এই নিয়ম আল্লাহ তা' আলাই বলে দিয়েছেন কুরআন কারীমে। তো ঘটতির জন্যে আমার আর ভয় কিসের!

একটুখাতি তাদাব্বুর: ৬৬

নেক আমল করে যেতে পারলে জান্নাত। বদআমল করে গেলে জাহান্নাম। আল্লাহ তা' আলা আমাদেরকে জান্নাত দেয়ার জন্যে সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমরা যেতে দেবী, জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবী হবে না।

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا

যারা কুফর অবলম্বন করেছিল তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে দলে দলে। যখন তারা তার নিকট পৌঁছবে, তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে (যুমার ৭১)।

এবার জান্নাতের আয়াতটা দেখা যাক,

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا

আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে চলেছে, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা তার নিকট পৌঁছবে এবং তাদের জন্যে তার দরজাসমূহ পূর্ব হতেই উন্মুক্ত থাকবে (তখন বড় আনন্দঘন দৃশ্য হবে)। যুমার ৭৩।

দুই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গিতে পার্থক্য আছে। জাহান্নামের দরজার সময় বলা হয়েছে (وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا)। আর জান্নাতের দরজার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে (وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا)। একটা ওয়াও (و) বৃদ্ধি করা হয়েছে। এটা অবস্থাজ্ঞাপক ওয়াও (الحال)। অর্থাৎ তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, দরজা খোলাই পাবে। আগে থেকেই দরজা খোলা



থাকবে। জান্নাতের দরজা সব সময় খোলাই থাকে। জাহান্নামের দরজা সাধারণত বন্ধই থাকে। জাহান্নামীরা পৌঁছার পর দরজা খুলে দেয়া হবে। জান্নাতী দরজার মতো আগে থেকে খোলা থাকবে না।

একটুখাতি তাদাক্কুর: ৬৬

আমি আল্লাহ তা' আলাকে ভালোবাসি। আমিও চাই প্রিয় রব আমাকেও ভালোবাসুন। কিভাবে তার ভালোবাসা অর্জন করতে পারি? তার ভালোবাসা পাওয়ার অনেক উপায় আছে। সহজ একটি উপায় হল,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের (অনুগ্রহকারীদের) ভালোবাসেন (বাকারা ১৯৫)। কুরআন কারীমে (الْمُحْسِنِينَ) শব্দটা প্রায় পঁয়ত্রিশবার এসেছে। মুহসিনগনের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে নানাভাবে। আমি মানুষের প্রতি যতটা মুহসিন হব, অনুগ্রহকারী হব, আল্লাহ তা' আলাও আমার প্রতি ততটা মুহসিন হবেন। আমার প্রতি মানুষের দুর্ব্যবহার হলে, আমি সবর করি কি না, আমার প্রতি মানুষের সদ্যবহার হলে শোকর করি কি না, এসব আল্লাহ তা' আলা দেখবেন। আমি সৃষ্টির প্রতি মুহসিন তো স্রষ্টাও আমার প্রতি মুহসিন।

একটুখাতি তাদাক্কুর: ৬৭

বাতিলের ভীড়ে হক খুঁজে পাওয়া কঠিন। একবার হকের দেখা পেয়ে গেলে, গ্রহণ করতে আর দেরী করা উচিত নয়। আপোষ করা নিরাপদ নয়। ফিরআওন জাদুকর এনেছে। মুসা আ.-কে হারিয়ে নিজের নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু তার জমা করা জাদুকরগণই তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিল,

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ

জাদুকরগণ বলল, আমাদের কাছে যে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী এসেছে তার উপর আমরা তোমাকে কিছুতেই প্রাধান্য দিতে পারব না (ত্বাহ ৭২)।

জাদুকরগণ মুসার মু' জিয়া দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল। তারা বুঝতে পারল, মুসার কীর্তি সাধারণ জাদুর মত নয়। এটা অপার্থিব কিছু। তারা হক চিনতে পারল।

একটুখাতি তাদাক্কুর | ৪১

মুসা আ. একজন নবী, সেটা উপলব্ধি করতে পারল। আল্লাহ তা‘ আলাই একমাত্র রব, ফিরআওন একজন নগন্য সৃষ্টি মাত্র।

জাদুকরদের ভাবান্তরে ফিরআওন খেপে গেল, হুমকির পথে গিয়ে ঘোষণা দিল,  
أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا فَلَا تُقَطِّعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ  
وَأَبْقَى

সুতরাং আমিও সংকল্প স্থির করেছি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাঁ-ে শূলে চড়াব। তোমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে আমাদের দু’ জনের মধ্যে কার শাস্তি বেশি কঠিন ও বেশি স্থায়ী (ত্বহা ৭১)।

সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার নিজের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত? হুমকি-ধমকিতে নরম হয়ে যাবো?

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ

সুতরাং তুমি যা করতে চাও কর (৭২)।

কোনও পরোয়া নেই। আমাদের আসল জীবন আখেরাতে। সেখানে তোমার কোনও অধিকার থাকবে না হে জালিম,

إِنَّمَا نَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

তুমি যাই কর না কেন তা এই পার্থিব জীবনেই হবে (৭২)।

সত্য স্পষ্ট হয়ে গেলে,

আমি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবো না।

নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করব না।

দুনিয়ার লোভে পড়ে যাবো না।

আশেপাশের কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়বো না।

সর্বাবস্থায় হকের অনুসারী থাকতে সচেষ্ট থাকব। ইনশাআল্লাহ।

আবু লাহাব (أَبُو لَهَبٍ)। নবীজি সা.Ñএর আপন চাচা। তার স্ত্রী লাকড়িবাহী (حَمَلَةُ الْخَطْبِ)। দু' জনেরই সুযোগ ছিল, আরবের ও ইসলামের সেরাদের তালিকায় নাম লেখানোর। জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার। আবু লাহাব নবীজীর জন্মের পর আনন্দে দাঁসী মুক্ত করে ছিল। ভাতিজার দুষ্কপানের সুবিধার্থে নিজের দাসী সুয়াইবাকে নিয়োগ করেছিল। আবু তালেবের অবর্তমানে নবীজির অভিভাবক হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ছিল।

কিন্তু বদনসীব। এতবড় সৌভাগ্যকে হেলাভরে ঘৃণাভরে সরিয়ে দিল। সম্মান মর্যাদা জান্নাতকে এভাবে হাতছাড়া করার নজির বেশি নেই।

নবীজির সাথে থাকার অবিস্মরণীয় গৌরব তার কপালে জুটল না। জান্নাতের অনন্ত সুখকে সে অহমিকার কারণে খোয়াল।

আবু লাহাবের মতো মানুষ আজো আছে। তারা হেদায়াতের সৌভাগ্য কাছে পেলেও কাজে লাগাতে পারে না। কাজে লাগাতে চায় না। বাবা মুসলিম, সে মুসলিম হতে পারে না। বাবা আলেম সে আলেম হতে পারে না। বাবা দ্বীনদার সে দ্বীনদার হতে পারে না। নিজের বোকামির কারণে। নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে। নিজের হঠকারী মানসিকতার কারণে। এমন লোকদের জন্যেই কুরআন কারীম ঘোষণা দিয়ে

রেখেছে,

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

আবু লাহাবের দু' হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজে ধ্বংস হয়ে গেছে। তার সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনও কাজে আসেনি। অচিরেই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে (লাহাব ১-৩)।

আমার কী অবস্থা? আমি রবের পক্ষ থেকে পাওয়া সৌভাগ্যগুলোকে কাজে লাগাচ্ছি তো?

একা থাকলে নানা ভয় এসে মনে বাসা বাঁধে। নানা চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে।  
কয়েকজন মিলে থাকলে, বিপদের আশংকা বহুলাংশে কমে যায়। এটা জাগতিক  
ব্যাপারেই শুধু নয়, ইবাদতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সালাতে জামাতের গুরুত্ব দেয়া  
হয়েছে বোধ হয় এসব দিক বিবেচনা করেই,

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো (বাকারা ৪৩)।

তাদের সাথে সময় কাটাও।

তাদের সাথে বাড়ি বানাও।

তাদের দলেই থাকো।

তাহলে সুন্দর পরিণতি লাভ করবে।

বিচ্ছৃতি থেকে বাঁচতে পারবে।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

সন্তান প্রতিপালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু কথায় হয় না, করেও দেখাতে  
হয়। আমি সন্তানকে গুনাহ থেকে বাঁচার উপদেশ দিয়ে গেলাম আর নিজে অনবরত  
সে গুনাহ করে গেলাম, তাহলে সন্তান সংশোধিত না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।  
সেক্ষেত্রে সন্তান গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলেও, ভয়ের কারণে থাকবে। বাবার  
আড়ালেও সেও গুনাহটা করবে না, এমন নিশ্চয়তা দেয়া যায় না।

বাবা-মায়ের দায়িত্ব উপদেশের পাশাপাশি নিজের চলাফেরাও ঠিকঠাক রাখা।

পাশাপাশি আরও দু' টি কাজ,

وَأَصْلَحْ لِي فِي دُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ

আমার সন্তানকে আমার জন্যে যোগ্য করে দিন। আমি তাওবা করছি (আহকাফ  
১৫)।

১: দু' আ করা।

২: তাওবা করা।

আয়াতে কারীমায় দু' আর পাশাপাশি তাওবা করা হয়েছে। পিতামাতাও সন্তানের সংশোধন প্রয়াসের সাথে সাথে দু' আ করবেন, তাওবা করবেন।

একটুখাতি তাদাব্বুর: ৭০

নানা বিপদাপদ আসে। রাব্বের কারীম আমাকে উদ্ধারও করেন। কিছু দু' আ আছে, পাঠ করলে, উদ্ধারকার্যটা তরাযিত হওয়ার সম্ভাবনা জাগে। ইউনুস আ.-এর বাঁচার কোনও আশাই ছিল না। মাছের পেট থেকে কেউ কোনওদিন বেঁচে এসেছে?

কিন্তু বেঁচে গেছেন একটা দু' আর উসীলায়,

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(হে আল্লাহ) আপনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। আপনি সকল দ্রুটি থেকে পবিত্র।

নিশ্চয় আমি অপরাধী (আম্বিয়া ৮৭)।

বিপদ দূরীকরণে এই দু' আর প্রচণ্ড শক্তি। চলে আসা বিপদ, সম্ভাব্য বিপদ, এসে চলে যাওয়া বিপদে এই দু' আ মানুষের বাঁচার উসীলা হয়ে ওঠে। একটু পরে আল্লাহ তা' আলাই এর স্বীকৃতি দিয়েছেন,

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ

তখন আমি তার দু' আ কবুল করলাম এবং তাকে সংকট থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম (৮৮)।

কেন মুক্তি দিয়েছিলেন?

وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

এভাবেই আমি ঈমানদারদের মুক্তি দিয়ে থাকি।

কিভাবে?

এই দু' আ পড়েছেন ইউনুস, রাব্বের কারীম দু' আর কারণে তাকে মুক্তি দিয়েছেন।

আমার সমস্যা কি ইউনুস আ.-এর চেয়েও বেশি কঠিন ?

একটুখাতি তাদাব্বুর: ৭১

ঈমানদার ও বেঈমান এক নয়। আলেম ও জাহেলও এক নয়। সামাজ ও ধর্ম উভয়

দৃষ্টিকোণ থেকেই এটা সতঃসিদ্ধ।

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন (মুজাদালা ১১)।

আল্লাহ তা‘ আলা যে সম্মানের আশ্বাস দেন, তার চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে? শুধু সম্মান নয়, অন্যদের তুলনায় বেশি সম্মান দান করবেন। কখন দেবেন?

১: ঈমান আনলে।

২: ইলম অর্জন করলে।

যারা লেখাপড়া করে, তাদের সামনে আয়াতটা থাকলে, বাড়তি প্রেরণা আসবে। জ্ঞান অর্জন করলে, আল্লাহ তা‘ আলা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই আমাকে অন্যদের চেয়ে বেশি সম্মান দান করবেন। আয়াতে এমন আশ্বাসই মেলে।

একটুখাতি তাদাব্বুর: ৭৩

কুরআন কারীমে নবীগণের আলোচনা করা হয়েছে। এক নবীর আলোচনায় একেক রঙ। আইয়ুব আ.-এর আলোচনার মুখ্য বিষয় সবর (الصبر)। আল্লাহ তা‘ আলা

তার সবরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন,

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۖ نُّنْعِمُ الْعَبْدَ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ

বস্তুত আমি তাকে পেয়েছি একজন সবরকারী (সোয়াদ ৪৪)

আইয়ুব আ. ছিলেন সবরের অনন্য প্রতীক। তার সবরের প্রশংসা করে একটু পরেই বলা হয়েছে,

نُّنْعِمُ الْعَبْدَ ۚ

সে ছিল অতি উত্তম বান্দা!

তিনি কি শুধু সবরই করতেন? তার সবরের কারণেই প্রশংসা করা হয়েছে? জি!

না, আরো একটা বিষয়,

إِنَّهُ أَوَّابٌ

প্রকৃতপক্ষে সে ছিল অত্যন্ত আল্লাহ-অভিমুখী।

আইয়ুব আ.-এর ঘটনার আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে। মানুষের দু'টি বৈশিষ্ট্য।

ক. আবেদ। ইবাদতকারী।

খ. আলেম। ইলম অর্জনকারী। জ্ঞানী।

উভয়ের জন্যেই এ-ঘটনায় শিক্ষার উপকরণ রয়েছে। আল্লাহ তা ' আলা আলাদা আলাদা করে উভয়কে শিক্ষা গ্রহণ করার তাকিদ দিয়েছেন।

১: আবিদকে উপদেশ,

وَذَكَّرَىٰ لِلْعَابِدِينَ

এবং (আইয়ুবের ঘটনা থেকে) ইবাদতকারীদের লাভ হয় স্মরণীয় শিক্ষা (আস্বিয়া ৮৪)।

২: আলিমকে উপদেশ,

وَذَكَّرَىٰ لِأُولَى الْأَلْبَابِ

এবং (তার ঘটনায় রয়েছে) বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য উপদেশস্বরূপ সোয়াদ ৪৩)।

একটুখাতি তাদাব্বুর: ৭৪

কষ্টের কথা সবাইকে বলে বেড়ানো ঠিক নয়। সবাই কষ্টের মর্ম বুঝবে না। ভুল মানুষকে কষ্টের কথা বলতে গেলে উল্টো কষ্ট আরো বাড়ে,

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ

এবং (একথা বলে) সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলতে লাগল, আহা ইউসুফ! (ইউসুফ ৮৪)।

সন্তানরা এসে ইউসুফের হৃদয়বিদারক সংবাদ দিল। ইয়াকুব আ. শোকে মুষড়ে পড়লেন। তবুও ছেলেদের সামনে শোকবাক্য প্রকাশ করলেন না। একপাশে সরে গেলেন, ছেলেদের থেকে দূরে। তারপর হাহাকার ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, ও ইউসুফ রে!

আশেপাশের সব মানুষই আমার সমব্যথী হবেন, এমন নয়। লোক বুঝে, চরিত্র চিনে মনের অর্গল খুলতে হবে। নইলে আমি মনের দুঃখ প্রকাশ করব, আর সে মুখ টিপে হাসবে অথবা মনে মনে হাসবে।

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ৭৬

আল্লাহ তা‘ আলা সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। কুরআন কারীমেও তিনি তার সৌন্দর্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আমাদেরকে সৌন্দর্যবোধের প্রতি উৎসাহিত করেছেন,

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

যখনই তোমরা কোনও মসজিদে আসবে, তখন নিজেদের শোভার বস্তু (অর্থাৎ শরীরের পোশাক) নিয়ে আসবে (আ‘ রাফ ৩১)।

মসজিদে কেন যাই? সালাতের জন্যে। সালাতের প্রস্তুতিতে পোশাকের সজ্জা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অপরিহায্যও বলা চলে। পরিধেয় পোশাকই বলে দেবে, আমি সালাতকে কতটা গুরুত্বের সাথে নিয়েছি। মসজিদে আমরা যাই, আল্লাহর সাথে বিশেষ সাক্ষাত করতে। রবের সামনে, রবের ঘরে যাওয়ার সময় পোশাকের শোভাকে গুরুত্ব না দিলে, আর কখন দেব?

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ৭৬

আমার মধ্যে বহু বক্রতা থাকতে পারে। বহু ভ্রান্তি থাকতে পারে। অসংখ্য বিচ্যুতি থাকতে পারে। অনেক অসঙ্গতি থাকতে পারে। এসব থেকে বাঁচার সহজ উপায় কি?

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

বস্তুত এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সরল (ইসরা ৯)।

কুরআন কারীম তিলাওয়াত করলে, কুরআন কারীমের আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর করলে, আমি সরল (أَقْوَمُ) পথ পেয়ে যাবো। আমার আখলাক বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।



আমার ভাষার পরিমার্জন হয়ে যাবে। আমার জীবন সুখময় হয়ে যাবে। আমার হৃদয় হকের উপর অবিচল হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ৭৭

কাউকে আল্লাহর জন্যে ভালোবাসলে, তাকে সে ভালোবাসার কথা জানিয়ে দেয়া সুন্নাত। নবীজি সা.-এর সাহাবীগণের মধ্যে এই সুন্নাতের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এতো গেলো নবীজির সুন্নাহ। নবীজির আদর্শকে যদি সুন্নাহ বলি, কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা‘ আলা রীতিনীতিকে বলতে পারি ‘সুনান’ বা ‘ফিতরাহ’। কুরআন কারীমে আল্লাহ তা‘ আলা আমাদেরকে চমৎকার এক শিক্ষা দিয়েছেন,  
قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  
ইয়া‘ কুব বললেন, আমি সত্ত্বর আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের ক্ষমার জন্যে দু‘ আ করব। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (ইউসুফ ৯৮)।

ইয়াকুব আ. সন্তানদেরকে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি তাদের কৃত অপরাধের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন। কারো জন্যে দু‘ আ করলে, কারো কল্যাণ কামনা করলে, আগে থেকে তাকে জানিয়ে দেয়া, কুরআনি সুন্নাহ।

এই সুন্নাহ পালনের অসংখ্য উপকারিতা আছে। যার জন্যে দু‘ আ করার আশ্াস দেবো, তার মনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। সে অপরাধ করলে, তাওবার প্রতি আগ্রহী হবে। ভালো কাজে উৎসাহ পাবে। দু‘ আকারীর প্রতি সুধারণা বৃদ্ধি পাবে। শ্রদ্ধা মহব্বত সৃষ্টি হবে।

### একটুখাতি তাদাব্বুর: ৭৮

উত্তম সঙ্গী-সাথী থাকা ভাল। একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করলে অনেক সময় নানা সংকট দেখা দেয়। পদে ও বয়েসে বড় হতে হতে বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা দিন দিন কমে আসতে শুরু করে। অথচ এই সময়টাতেই বন্ধুর বেশি প্রয়োজন। মানুষ যত বড়ই হোক, অন্তরঙ্গ বন্ধুর ভূমিকা অনস্বীকার্য,

ثَانِيَانِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ

দুই জনের দ্বিতীয় জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সঙ্গীকে বলেছিল,

- চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন (তাওবা ৪০)।

পেছনে মক্কার কুরাইশ। সামনে পাহাড়বেষ্টিত মরুপথ। উপায়ান্তর না দেখে গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন। নবীজি সা. ও আবু বাকর রা.। আবু বাকর উদ্বিগ্ন ছিলেন। নবীজির নিরাপত্তা নিয়ে। নবীজি তাকে সান্ত্বনা দিলেন।

বড় হয়ে গেলেও, কোমল হৃদয়ের, উষ্ণ ভালোবাসার অধিকারী সঙ্গী থাকা আবশ্যিক। যে হবে গভীর চিন্তার অধিকারী। উন্নত চরিত্রের ধারক। সুখে-দুঃখে সমব্যথী। সতীর্থ।

একটুখানি তাদাব্বুর: ৭৯

কুরআন কারীম আয়াতে ভরপুর। আয়াত মানে ‘নিদর্শন’। পৃথিবী যেমন আল্লাহ তা‘আলাকে চেনার মাধ্যম, কুরআনের ‘আয়াতসমূহ’ ও তাকে চেনার মাধ্যম। পৃথিবীর পথে পথে হাজারো নিদর্শন। কুরআনের প্রতি ছত্রে ছত্রে আছে রবকে চেনার নিদর্শন। কখনো দেখা মেলে মুসার লাঠির আঘাতে সমুদ্র দুই ভাগ হয়ে গেছে। কখনো দেখা মেলে মুহাম্মাদ সা.-এর অঙ্গুলিহেলনে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত! কখনো দেখা মেলে দৈত্য দৈত্য জিনের সুলাইমানের বশীভূত হয়ে আছে! কখনো দেখা মেলে শক্ত লোহা দাউদের হাতে মোমের মতো গলে যাচ্ছে! এসব আপাত অসম্ভব কাজ কে করেছেন?

أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ

তুমি কি জান না, আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন? তুমি কি জান না, আল্লাহ তা‘আলা এমন সত্তা যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই? (বাকারা ১০৬-৭)।

যিনি এত কিছু করেছেন, এখনো সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনি কি আমার

সামান্য কষ্ট, রোগ, অসুবিধা দূর করতে পারেন না? তবে কেন এত হতাশা?  
কেন এত দীর্ঘ তপ্তশ্বাস?

একটুখাতি তাদাব্বুর: ৮০

কন্যা সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার। কন্যা সন্তান বাবা-মায়ের জন্যে  
'দায়' নয়। কন্যা পরিবারের 'গলগ্রহ' ও নয়। কিন্তু জাহেলি যুগে এমনটাই মনে  
করা হতো। বর্তমানে সভ্য সমাজেও কোথাও কোথাও এই জাহিলিয়াত বিদ্যমান  
আছে। কুরআন কারীম বলছে,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তান (জন্মগ্রহণ)-এর সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার  
চেহারা মলিন হয়ে যায়, এবং সে মনে মনে দুঃখ-ক্লিষ্ট হয় (নাহল ৫৮)।

কন্যাসন্তান জন্ম নেয়াকে সুসংবাদ বলা হয়েছে। আমি কেন সুসংবাদকে  
শোকসংবাদ মনে করব? লজ্জার কারণ মনে করব? এটা তো চরম জাহিলিয়াত!

একটুখাতি তাদাব্বুর: ৮১

আজকের যে আমি, জন্মের সময় কি সে আমি ছিলাম? দুনিয়া চিনতাম?

পরিবেশ চিনতাম? টাকা-পয়সা চিনতাম? ভালোমন্দ বুঝতাম?

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে,  
তোমরা কিছুই জানতে না (নাহল ৭৮)।

তিনি আমাকে সৃষ্টি করেই রেখে দেননি। নানা নেয়ামতে ভূষিত করেছেন,

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

তিনি তোমাদের জন্যে কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন।

এত নেয়ামত পেয়ে আমার করণীয় কী?

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

আমি কি শোকর আদায় করছি? চোখের জন্যে? কানের জন্যে? কলবের জন্যে? বুদ্ধি-বিবেকের জন্যে? বাড়ি-গাড়ির জন্যে? জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্যে?

একটুখাতি তাদাব্বুর: ৮৩

সালেহ (الصَّالِح) মানে সৎ। সালাহ (الصَّلاح) মান সততা। সততা বলতে আমি কী বুঝি?

- মিথ্যা বলে না। ঘুষ খায় না। সুদ খায় না। ধোঁকা দেয় না। বাবা-মায়ের অনুগত। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুরআন কারীমে সালিহ বা নেককারের ব্যতিক্রমী এক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ আছে,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান করুন, যে হবে সৎলোকদের একজন (সাফফাত ১০০)।

ইবরাহীম আ. দু‘ আ করলেন। রাক্বের কারীম তার খলীলের দু‘ আ জবাব কিভাবে দিলেন?

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

ইবরাহীম আ. চেয়েছেন ‘সালিহ’ সন্তান। তার জবাবে আল্লাহ তা‘ আলা একজন সহনশীল (حَلِيم) সন্তানের সুসংবাদ দিলেন। তার মানে সহনশীলতা হল সততার সর্বোচ্চ পর্যায়। আল্লাহ তা‘ আলা যখন বান্দাকে কিছু দান করেন, তিনি সবচেয়ে সেরাটাই দিয়ে থাকেন। খলীলকেও সেরা সন্তান দান করেছেন। তিনি সততার সর্বোচ্চ ধাপ ‘সহনশীলতা’ র অধিকারী পুত্র দান করেছেন।

আমি নিজেকে সৎ দাবি করি, আমি কি হালীম? সহনশীল? কারো কটুকথায়

চট করে চটে যাই? কেউ খোঁচা মেরে কথা বললে, তেতে উঠি? গালি দিলে মনে মনে ফুঁসতে থাকি?

- তাহলে কিন্তু আমি যতই নামাজ-কলাম পড়ি, সুদঘুষমুক্ত জীবন যাপন করি, আমি কিন্তু পুরোপুরি সালিহ নই। সৎ নই।

### একটুখানি তাদাব্বুর: ৮৩

আমি কি রাব্বের কারীমের নামগুলো জানি? কুরআন কারীমে বর্ণিত (الْأَسْمَاءُ) চমৎকার নামগুলো? প্রিয় রবকে চিনতে হলে, নামগুলো ভাল করে জানা দরকার তো! এটা ঈমানের দাবি। রাব্বের কারীমকে তার সুন্দর সুন্দর নাম ধরে ডাকা জরুরী। সব সময় এক নামেই কেন ডাকি? তার আরও কত নাম আছে!

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ

উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তাকে সেই সব নামেই ডাকবে (আ' রাফ ১৮০)।

এই আয়াতে সুন্দর নামগুলো ধরে ডাকার হুকুম কর হয়েছে। আমি কি হুকুমটা সচেতনভাবে কখনো পালন করেছি?

হে রক্ষাকর্তা (الْمُهَيِّمُ)! আমাকে রক্ষা করুন।

হে শান্তিদাতা (السَّلَامُ)! আমাকে শান্তিদান করুন।

হে পবিত্রতার অধিকারী (الْفُؤُوسُ)! আমাকে সব ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র করে দিন।

### একটুখানি তাদাব্বুর: ৮৪

সুদিন এলে দুর্দিনের বন্ধুদের ভুলে যাওয়া কারো কারো স্বভাব। কষ্টে পড়ে ঠেকায় আল্লাহকে ডাকে, তুষ্ট থাকলে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া মানুষেরও অভাব নেই।

সুখের দিনে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া, পরবর্তীতে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, نَعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ

এটা ছিল আমার পক্ষ থেকে এক নি' আমত। যারা কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করে আমি

তাদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করি (কামার ৩৫)।

আলোচনা চলছিল নূহ আ.-এর কওম সম্পর্কে। নূহ ও তার ঈমানদার কওমের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, আল্লাহ তা' আলায় প্রতি শোকর আদায় করা। শোকর আদায় করার কারণেই তারা প্লাবন থেকে মুক্তি পেয়েছে।

نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ

তাদেরকে আমি সাহরীর সময় রক্ষা করেছিলাম (কামার ৩৪)।

সুদিনে শোকরগুজার থাকলে, আল্লাহ তা' আলায় প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলে, দুর্দিনে আল্লাহ তা' আলা তার বিনিময়ে উদ্ধার করবেন।

একটুখানি তাদাব্বুর: ৮৬

আমি অসুস্থ। হাসপাতালের বেডে শুয়ে কাতরাচ্ছি। মমতাময়ী মাতা, প্রাণাধিকা স্ত্রী, কলিজার টুকরা সন্তান আমার জন্যে পেরেশান। তার ব্যকুল হয়ে দিনরাত সেবাযতœ করে যাচ্ছে। কিন্তু কতক্ষণ? এক সময় তাদেরকে বিশ্রামে যেতে হয়। খেতে যেতে হয়। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যেতে হয়। ঘুমুতে যেতে হয়। কিন্তু আমার রাব্ব কারীম?

لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ

তাঁর কখনও তন্দ্রা পায় না এবং নিদ্রাও নয় (বাকার ২৫৪)।

আমার চরম কষ্টের সময়, অত্যন্ত প্রিয়রাও একসময় ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু আমার প্রিয় রব তখনো জেগে থাকবেন। আমাকে দেখবেন। সঙ্গ দেবেন। সুস্থ করবেন।

একটুখানি তাদাব্বুর: ৮৬

মারোমধ্যে ভীষণ দোটানায় পড়ে যাই। সামনে পথ খোলা থাকে দু' টি।

১: পাপের পথ। সুদের চাকুরির পথ। ঘুষের চাকুরির প্রাচুর্যের পথ। তাগুতের সাথে আপোষের পথ। মিথ্যার পথ। মুসলিম গণহত্যায় অংশ নেয়া দেশে চাকুরির পথ।

২: তাকওয়ার পথ। স্বল্প বেতনের হালাল রুজির পথ। অভাবের পথ।

আমি কোনটা বেছে নেব? এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন ইউসুফ আ.-ও হয়েছিলেন। আল্লাহ তা‘ আলা তাকে দু’ টি পথের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিয়েছিলেন। তিনি কোনটা বেছে নিয়েছিলেন?

رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ

এই নারীগণ আমাকে যে কাজের দিকে ডাকছে, তা অপেক্ষা কারাগারই আমার বেশি পছন্দ (ইউসুফ ৩৩)।

এবার বেছে নেয়ার পালা। যে যার তাকওয়া অনুযায়ী পথ বেছে নেবে।

### একটুখানি তাদাব্বুর: ৮৭

কাহফের যুবকেরা ঈমান বাঁচাতে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। দেশে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা চেষ্টা করেও টিকেতে পারেনি। তাদের সিদ্ধান্ত আল্লাহ তা‘ আলা পছন্দ হয়েছিল,

إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

তারা ছিল একদল যুবক, যারা নিজ প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে হিদায়াতে উৎকর্ষ দান করেছিলাম (কাহফ ১৩)।

পুরো ঘটনা পড়ে কয়েকটা বিষয় সামনে এল,

১ঃ দীর্ঘদিন পর দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২ঃ অত্যাচারী রাজা মারা গিয়েছিল। দেশে সুবিচার ফিরে এসেছিল।

৩ঃ যুবকদল তখন না থাকলেও, তাদের একটা প্রভাব দেশে ছিল। সবাই তাদের কথা বলাবলি করত।

৪ঃ দেশে যখন দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও বিজয় (التمكين الانتصار) এল, তখন যুবকদল উপস্থিত ছিল না।

৫ঃ তার মানে, নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। দীর্ঘদিন পরে হলেও, এর প্রভাব প্রকাশিত হবে।

৬ঃ সংগ্রাম করে টিকেতে না পারলে, আপোষ না করে সাময়িক পিছু হটা যেতে

পারে।

৭ঃ পরবর্তীদের আমলের সওয়াব আগে মেহনত করে যাওয়া সাখীরাও পেতে থাকবে।

৮ঃ আমি মেহনত শুরু করেছি, আমিই চূড়ান্ত সাফল্য দেখে যেতে পারব, এমনটা নাও হতে পারে।

৯ঃ ময়দান ছেড়ে পিছু হটা মানে পরাজয় নয়। বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া নয়।

১০ঃ মেহনত সামান্য পরিমাণে হলেও, মেহনতের প্রভাব আল্লাহ তা' আলা টিকিয়ে রাখেন। শত বছর পরে হলেও, তার প্রভাব প্রকাশ করেন।

একটুখানি তাদাব্বুর: ৮৮

মনে খুউব অশান্তি যাচ্ছে? ঘরে বাইরে নানা সংকট এসে ঝোঁকে ধরেছে? চতুর্দিক থেকে বিপদেরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে?

তাহলে সাকীনাহ (سَكِينَةٌ) প্রয়োজন। সাকীনাহ অর্থ প্রশান্তি। সুস্থিরতা। প্রশমন।

কুরআন কারীমে শব্দটা সর্বমোট ছয়বার এসেছে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম রহ. একটা আমল করতেন। যখনই দুশ্চিন্তা এসে ভর করত, মনটা অশান্ত হয়ে উঠত, দু' জনেই 'সাকীনাযুক্ত' আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতে শুরু করতেন। ইয়াকীনের সাথে। গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে।

মনোযোগের সাথে। বুঝে বুঝে। আয়াতের বরকতে, তাদের মনের যাবতীয় যাতনা, কষ্ট দূর হয়ে যেত। কলবে একটা আরাম আরাম ভাব বিরাজ করতে শুরু করত। এবার তাহলে আয়াতগুলো একবার পড়ি?

(১): তাদেরকে তাদের নবী আরও বলল, তালুতের বাদশাহীর আলামত এই যে, তোমাদের কাছে সেই সিন্দুক (ফিরে) আসবে, যার ভেতর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রশান্তির উপকরণ এবং মূসা ও হারুন যা-কিছু রেখে গেছে তার কিছু অবশেষ রয়েছে। ফিরিশতাগণ সেটি বয়ে আনবে। তোমরা মুমিন হয়ে থাকলে, তার মধ্যে তোমাদের জন্যে অনেক বড় নিদর্শন রয়েছে (বাকার ২৪৮)।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ

একটুখানি তাদাব্বুর | ৫৬



وَالْهَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

( ২) অতঃপর আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং এমন এক বাহিনী অবতীর্ণ করলেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিলেন। আর এটাই কাফিরদের কর্মফল (তাওবা ২৬)।

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۖ

( ৩) তোমরা যদি তার (অর্থাৎনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সাহায্য না কর, তবে (তাতে তার কোনও ক্ষতি নেই। কেনো) আল্লাহ তো সেই সময়ও তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তারা কাফেরগণ তাকে (মক্কা থেকে) বরে করে দিয়েছিল এবং তখন সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সঙ্গীকে বলেছিল, চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। সুতরাং আল্লাহ তার প্রতি নিজের পক্ষ থেকে প্রশান্তি বর্ষণ করলেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তার সাহায্য করলেন, যা তোমরা দেখনি এবং কাফেরদের কথাকে হয়ে করে দিলেন। বস্তুত আল্লাহর কথাই সমুচ্চ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (তাওবা ৪০)।

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۚ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

( ৪) তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তাদের ঈমানে অধিকতর ঈমান যুক্ত হয়। আকাশম-লী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় (ফাতহ ৪)।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۚ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

( ৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি খুশী হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে তোমার কাছে বায়আত গ্রহণ করেছিল। তাদের অন্তরে যা-কিছু ছিল সে সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন। তাই তিনি তাদের উপরে অবতীর্ণ করলেন প্রশান্তি এবং পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দান করলেন আসন্ন বিজয় (ফাতহ ১৮)।

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

(৬) কাফেরগণ যখন তাদের অহমিকাকে স্থান দিল, যা ছিল জাহেলী যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের উপর নিজ প্রশান্তি বর্ষণ করলেন এবং তাদেরকে তাকওয়ার বিষয়ে স্থিত করে রাখলেন আর তারা তো এরই বেশি হকদার ও এর উপযুক্ত ছিল। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞান (ফাতহ ২৬) فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَىٰ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَزْمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا পড়তে ইচ্ছা না হলে, জোর করে পড়তে হবে। অস্বুধের মত। মন সুস্থির হওয়া পর্যন্ত পড়ে যেতে হবে। পড়েই যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ মন ঠিক হবেই হবে।

একটুখানি তাদাব্বুর: ৮৯

আমরা নানা বিপদে পড়ি। রাব্বের কারীমই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। উদ্ধার পাওয়ার কারন খুঁজতে গিয়ে আমাদের ভুল হয়ে যায়। আমাদের কারো কারো বক্তব্য কুরআনি আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। সাধারণত দু’ ধরনের বক্তব্য এসে থাকে,

ক. ঘরটা ভূমিকম্পরোধী ছিল, তাই ভূকম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ১০-এর উপরে থাকলেও কিছু হয় নি। ভাগ্যিস ড্রাইভার দক্ষ ছিল।

খ. আজ ফজরের সালাত পড়াতে বিপদ থেকে বেঁচে গেছি। কাল সাদাকা করাতেই বিপদটা কাছে ঘেঁষতে পারেনি। বাবা-মায়ের দোয়া ছিল বলেই বড় বাঁচা বেঁচে গেছি।

কিন্তু কুরআন কারীম বক্তব্যটা কিভাবে প্রকাশ করতে বলে?

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا

অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমি সালিহকে এবং তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমার বিশেষ রহমতে রক্ষা করলাম (হুদ ৬৬)।

তাহলে আরেকটা প্রকার হবে,

গ. আমি আল্লাহর রহমতে বেঁচে গেছি।

এটাই বলব। আল্লাহর রহমতই আমাকে বাঁচিয়েছে।

একটুখানি তানাব্বুর: ৯০

কিছু গুনাহ থাকে বিপদজনক। কিছু গুনাহ বর্ষার দিনের মত। পিচ্ছিল পথে হাঁটতে গিয়ে আচানক পিচ্ছিল খেয়ে পড়ে যাই। কিছু গুনাহও হঠাৎ করে হয়ে যায়। সতর্ক থাকার পরও মনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শয়তান সওয়ার হয়ে বসে। বাঁচার উপায় কি? আশা আছে? জি! আছে,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

উভয় বাহিনী পারস্পরিক সংঘর্ষের দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের কারণে পদস্থলনে লিপ্ত করেছিল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু (আলে ইমরান ১৫৫)।

ওহ! শান্তি। রাব্বের কারীম সাহাবায়ে কেরামকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বলা হয়েছে। কিছু সাহাবী যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, শয়তানের প্ররোচণায় পড়ে গিয়েছিলেন।

রাব্বের কারীম তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। আমিও যদি আচানক পাপ করে ফেলি, তিনি ক্ষমা করেই দেবেন। আমার কাজ হল, ভবিষ্যতে এমন আচানক পিচ্ছিল খাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দু' আ করা। রাব্বের কারীমের কাছে পানাহ চাওয়া।

বন্ধুর পাল্লায় পড়ে একটা গান শুনে ফেলেছি, একটা ছবি দেখে ফেলেছি? একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে ফেলেছি? একটা গীবত করে ফেলেছি? বাবা-মায়ের সাথে কটুকথা বলে ফেলেছি? স্ত্রীর সাথে রাগের মাথায় দুর্ব্যবহার করে ফেলেছি? স্বামীর সাথে বেয়াদবিমূলক আচরণ করে ফেলেছি?

আমার পেয়ারা রব ক্ষমার পসরা সাজিয়ে রেখেছেন। আমার কাজ হল, আবার উঠে দাঁড়ানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। পিছল খেয়ে মাটিয়ে লেপ্টা মেরে পড়ে থাকব কেন?

একটুখানি তাদাক্কুর: ৯০

শত চেষ্টার পরও গুনাহ হয়েই যায়। রাব্বের কারীমও ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। এতে আমার মত সাধারণ মুমিনের হয়েছে পোয়াবারো। গুনাহ করে ফেললেও ক্ষমা পাওয়ার আশা থাকে। গুনাহ হয়ে গেলে কাটা দেয়ার সুযোগও রাব্বের গাফুর রেখেছেন।

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۖ

নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয় (হুদ ১১৪)।

পাপ (السَّيِّئَاتِ) মিটিয়ে ফেলতে চাই?

দুই রাকাত ইশরাক, দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ, একপৃষ্ঠা তিলাওয়াত, দশটা টাকা সাদাকা হতে পারে এন্টিপাপ (الحَسَنَاتِ) পুণ্য।

একটুখানি তাদাক্কুর: ৯১

মৃত্যুর আনন্দ!

কারো মৃত্যুতে আলহামদুলিল্লাহ বলা ঠিক হবে কি না, এটা নিয়ে তর্ক লেগে গেল। কিছু মানুষ আছে, তারা নিজের বুঝকেই শরীয়তের মানদণ্ড বানায়। তার বিবেকে মানছে না, তার রুচিতে বাঁধছে, তার যুক্তিতে ধরছে না, সুতরাং এটা শরীয়ত সমর্থন করতে পারে না।

ক' দিন আগে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যকে নিয়ে একজন প্রচণ্ড আপত্তি তুলল।

আমাদের কথা ছিল, দুনিয়ার এই দৃশ্যটা যদি এত সুন্দর হয়, তাহলে জান্নাতের দৃশ্যগুলো কত সুন্দর হবে?

ব্যস অমনিই একজনের বিবেকে লাগল, প্রচণ্ড আবেগ আর রাগ নিয়ে হামলে

একটুখানি তাদাক্কুর | ৬০

পড়ল,

- আপনি দুনিয়ার তুচ্ছ একটা দৃশ্যকে জ্ঞানাতের সাথে তুলনা দিলেন? আপনি একজন আলেম হয়ে জ্ঞানাতকে এত তুচ্ছ মনে করলেন?

- ভাইজানের কি ‘উপমা’ ব্যপারটা ভাল করে পরিষ্কারভাবে জানা আছে? আর দুনিয়ার বস্তুর সাথে জ্ঞানাতী বস্তুর তুলনা আমি কেন, খোদ আল্লাহ তা‘আলাই করেছেন কুরআনে।

- অসম্ভব হতেই পারে না!

- আচ্ছা আসুন, আয়াতখানা পড়ে দেখি,

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۖ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۚ

যখনই তাদেরকে তা থেকে রিয়ক দেয়া হিশেবে কোনও ফল দেওয়া হবে, তারা বলবে, এটা তো সেটাই, যা দেখতে (مُتَشَابِهًا) একই রকমের হবে (বাকারা ২৫)।

এবার কি আপনার খটকা দূর হয়েছে?

- না মানে, তাইতো দেখছি! কিন্তু একটা হাদীসে যে আছে, ঐ যে...!

- আচ্ছা, বুঝেছি আপনি এই হাদীসটার কথা বলছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

আমার নেককার বান্দাদের জন্যে আমি এমন বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি, কোনও চোখ তা দেখেনি, কোনও কান তা শোনেনি, কোনও মানুষের কল্পনায়ও আসেনি

(আবু হুরায়রা রা.। মুত্তাফাক)।

আরেক বর্ণনায় আছে,

وَلَا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ.

কোনও নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাও তার খবর জানে না, কোনও প্রেরিত রাসূলও জানে না।

জান্নাতে কিছু বিষয় তো থাকবে, যেগুলোর বাহ্যিক রূপ দুনিয়ার মতোই হবে। ধরা যাক আপেল দেয়া হবে। সেগুলো দুনিয়ার আপেলের মতোই হবে। কিন্তু স্বাদে গন্ধে দুয়ের মাঝে কোনও তুলনাই থাকবে না। এছাড়াও জান্নাতে এমন কিছু দেয়া হবে, যা কারও কল্পনা তার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না। হাদীসে এমন নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে।

এই ফাঁকে আপনাকে একটা কথা বলে রাখি, আপনি যখন কোনও আলেমের সাথে কথা বলবেন, তখন বোঝার চেষ্টা করবেন, তিনি কোন পর্যায়ের আলেম। আমাদের কওমী মাদরাসাগুলো থেকে তিন ধরনের আলেম বের হয়।

ক. অত্যন্ত যোগ্য আলেম। এর সাথে নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারেন। তার মতামত নিতে পারেন।

খ. মাঝারি যোগ্যতার আলেম। তার সাথেও কথা বলতে পারেন। তিনি আপনার প্রশ্নের উত্তর তাৎক্ষণিক দিতে না পারলেও, কিতাবপত্র ঘেঁটে বের করতে পারবেন।

গ. স্বল্প যোগ্যতার আলেম। আমি ও আমার মতো যারা এই স্তরে পড়ি, তারা অনেক বিষয়েই কথা বলার বা মতামত দেয়ার যোগ্যতা রাখি না। তবে যোগ্য বন্ধু বা ওস্তাদের কাছ থেকে জেনে আপনাকে জানাতে পারবো।

একজন আলেম যখন কথা বলবেন, শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে, আরেকজন অনালেমের মুখ খোলা উচিত নয়।

- আমি কিভাবে বুঝব, তিনি কোন স্তরের আলেম?

- আপনি তার সাথে কিছুদিন চললেই বুঝে যাবেন। আপনার সাথে আগেও আমার কথা হয়েছে। আপনাকে দেখেছি, একটা আয়াত বা একটা হাদীস শুনেই তেতে ওঠেন। এটা ঠিক নয়। আপনার খটকা লাগলে বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করবেন।

শুরুতেই আঘাত কেন করে বসেন? আপনি এটা কেন ভাবেন না, আপনার জানার বাইরেও ‘জানা’ থাকতে পারে? আলেমের সাথে তর্ক নয়, আলেমকে প্রশ্ন করবেন। পছন্দ না হলে, এড়িয়ে যাবেন।

যাক কথা হচ্ছিল, কারো মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করা যাবে কি না! আমি বললাম  
অবশ্যই যাবে। আরেক ভাই বেজায় গোস্বা,

- এটা তো ভাই মানবিক হল না। ইসলাম আমাদেরকে মানবিক হতে বলে। শালীন  
হতে বলে। মার্জিত হতে বলে। একজন মানুষ নৃশংসভাবে মারা গেল। তাও  
শী' আদের হাতে। আপনি খুশিতে বগল বাজাচ্ছেন? কেমন অরুচিকর ব্যাপার?  
সে অন্যায় করে থাকলে, তার বিচারের ভার আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দিন না!

- ভাইরে, আল্লাহ তা' আলার চেয়ে নিশ্চয়ই আপনি নিশ্চয়ই বেশি রুচিশীল নন?

- না, তা কি করে হয়?

- তাহলে শুনুন, রাসেল কারীম কি বলেছেন,

فَقُطِّعَ دَايِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

এভাবে যারা জুলুম করেছিল তাদের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং সমস্ত প্রশংসা  
আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক (আনআম ৪৫)।

এ-আয়াতে জালেমদেরকে ধ্বংস করার পর, আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে,  
আলহামদুলিল্লাহ বলা হয়েছে। এটা আমার তাদাক্বুর নয়, কুরআন কারীমকে  
সবচেয়ে বেশি বোঝা আলেমগণের অন্যতম, আল্লামা যামাখশারী রহ.-এর  
বক্তব্য।

আপনি হাদীস শরীফের চেয়ে বেশি শালীন হয়ে গেলেন?

আপনি কুরআন কারীমের চেয়ে বেশি শালীন হয়ে গেলেন?

কটুখাতি তাদাক্বুর: ৯৩

শ্রেষ্ঠতম সীরাতগ্রন্থ!

-  
আলহামদুলিল্লাহ, জীবনে অনেক সীরাতগ্রন্থ পড়ার তাওফীক হয়েছে। যদি বলা হয়, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সীরাতগ্রন্থ কোনটি? এর উত্তর দিতে কোনও মুমিনের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হওয়ার কথা নয়

- শ্রেষ্ঠ সীরাতগ্রন্থ হল, নবীজির প্রশংসা ও স্বীকৃতি সম্বলিত আয়াতগুলো। খোদ রাব্বের কারীম এই সীরাতের উৎস।

আল্লাহ তা' আলা আমাদের স্রষ্টা। আমাদের প্রতিপালক। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নবী। কুরআন কারীম তিলাওয়াতের সময়, একটা বিষয় বেশ কৌতূহলের সাথে লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করি,  
“আল্লাহ তা' আলা কোন ভঙ্গিতে নবীজিকে সম্বোধন করেছেন, তিনি নবীজির সীরাতকে কিভাবে প্রকাশ করছেন!”

কখনো আদরমাখা শাসনের ভঙ্গিতে, কখনো প্রেমসুলভ ভৎসনার আঙ্গিকে, কখনো উপদেশের ভঙ্গিতে, কখনো প্রশংসার ভঙ্গিতে। সবচেয়ে ভাল লাগে, যখন দেখি রাব্বের কারীম তার হাবীবকে কোনও বিষয়ে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। এমন আয়াতগুলো খুঁজে খুঁজে পড়তে বেশ লাগে। কী পরিমিতি! কী ভাবগাম্ভীর্য! কী অর্থপূর্ণ সেইসব স্বীকৃতি!

এবার তাহলে সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম সীরাতের কিছু অংশ তিলাওয়াত করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করা যাক! আলহামদুলিল্লাহ।

( এক). নবীজির হিদায়াতের উপর অটল থাকার স্বীকৃতি।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ

( হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদের সঙ্গী পথ ভুলে যায়নি এবং বিপথগামীও হয়নি (নাজম ২)।



( দুই). সত্যবাদিতার স্বীকৃতি।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

তিনি তার খেয়াল-খুশি থেকে কিছু বলেন না (নাজম ৩)।

( তিন). নবীজির শিক্ষকের যোগ্যতার স্বীকৃতি।

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ

তাকে শিক্ষা দিয়েছে এক প্রচণ্ড শক্তিমান (ফেরেশতা), যে ক্ষমতার অধিকারী  
(নাজম ৫-৬)।

( চার) বান্দা হিশেবে স্বীকৃতি।

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ

এভাবে নিজ বান্দার প্রতি আল্লাহর যে ওহী নাযিল করার ছিল, তা নাযিল করলেন  
(নাজম ১০)।

( পাঁচ). মিথ্যামুক্ত অন্তরের স্বীকৃতি।

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ

তিনি যা দেখেছেন, তার অন্তর তাতে কোনও ভুল করেনি (নাজম ১১)।

( ছয়). অক্ষুণ্ণ দৃষ্টিশক্তির স্বীকৃতি।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ

( রাসুলের) চোখ বিভ্রান্ত হয়নি এবং সীমালঙ্ঘনও করেনি (নাজম ১৭)।

( সাত) সুস্থ বিবেকবুদ্ধির স্বীকৃতি।

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ

স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন (কালাম ২)।

( আট) সামগ্রিক উন্নত চরিত্রের স্বীকৃতি।

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

এবং নিশ্চয়ই আপনি অধিষ্ঠিত আছেন মহান চরিত্রে (কালাম ৪)।

(নয়). হিদায়াত গ্রহণের উপযোগী প্রশস্ত বক্ষের স্বীকৃতি।

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

(হে রাসূল!) আমি কি আপনার কল্যাণে আপনার বক্ষ খুলে দেইনি? (ইনশিরাহ

১)।

(দশ) ভারমুক্ত করার স্বীকৃতি।

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ

এবং আমি আপনার থেকে অপসারণ করেছি সেই ভার, যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে  
দিচ্ছিল (ইনশিরাহ ২-৩)।

(এগার) সুখ্যাতি ছড়িয়ে দেয়ার স্বীকৃতি।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

এবং আমি আপনার কল্যাণে আপনার চর্চাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি (ইনশিরাহ  
৪)।

(বারো) সহনশীলতা, উম্মতের প্রতি দরদ অনুভবের স্বীকৃতি।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

(হে মানুষ!) তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে এক রাসূল  
এসেছেন। তোমাদের যে-কোনও কষ্ট তার জন্যে অতি পীড়াদায়ক। তিনি সতত  
তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, পরম দয়ালু (তাওবা  
১২৮)।

(তেরো) জগতের জন্যে রহমতস্বরূপ।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

(হে নবী!) আমি আপনাকে বিশ^জগতের জন্যে কেবল রহমত করেই পাঠিয়েছি  
(আস্বিয়া ১০৭)।

(চৌদ্দ) ব্যাপক স্বীকৃতি।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا  
হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও  
সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও  
আলো বিস্তারকারী প্রদীপরূপে (আহযাব ৪৫-৪৬)।

(পনের)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيُعَلِّمُهُمُ  
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি (অতি বড়) অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি  
তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে  
আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে  
কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও এর আগে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে  
ছিল (আলে ইমরান ১৬৪)।

সীরাতে শুধু পড়ার জন্যে নয়, নিজের মধ্যে সীরাতে শিক্ষাকে পাড়ার জন্যেও  
বটে।

একটুখাতি তাদাব্বুর: ৯৩

সালাত ও রিযিক!

হাজেরা ও ইসমাইল আ.-এর ঘটনা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ইবরাহীম আ. স্ত্রী-  
পুত্রকে বিরাণ মরুতে রেখে যাওয়ার সময়, শান্তি নিরাপত্তা আহ্বারের জন্যে দু' আ  
করেননি। দু' আ করেছেন,

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

হে আমাদের প্রতিপালক, ( আমি তাদেরকে এমন স্থানে রেখে যাচ্ছি) যাতে তারা  
সালাত কয়েম করে (ইবরাহীম ৩৭)।

সালাত দুরস্ত হলে, বাকী সব ঠিক হয়ে যাবে। সালাত (আদায় নয়) কায়েম করলে, শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে, নিরাপত্তা বিরাজমান থাকবে, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সংকট কেটে যাবে।

ইবরাহীম আ. সালাত কায়েম করার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তার বিনিময়ে দু' টি আর্জি পেশ করেছেন,

فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

১: সুতরাং মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে দিন

২: এবং তাদেরকে ফলমূলের জীবিকা দান করুন। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারে।

সালাত আদায় করলে, মানুষের ভালোবাসাও পাওয়া যায়। সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।

একটুখানি তাদাক্বুর: ৯৪

মাকামে মাহমুদ!

কুরআন কারীমে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। কেউ কেউ সম্বোধনগুলোকে তিনভাবে বিভক্ত করেছেন, (১). মূলত নবীজিকে সম্বোধন করা হয়েছে, তবে উম্মতকেও পরোক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ

এবং নিজ পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ করুন এবং নিজেও তাতে অবিচলিত থাকুন (ত্বহা ১৩২)।

(২). শুধু নবীজিকেই সম্বোধন করা হয়েছে। এই সম্বোধনে উম্মত শামিল নেই।

نُزْجِي مَن نَّشَاءُ مِنْهُمْ وَنُوْوِي إِلَيْكَ مَن نَّشَاءُ ۖ

আপনি স্ত্রীদের মধ্যে যার পালা ইচ্ছা করেন, মূলতুবি করতে পারেন এবং যাকে চান, নিজের কাছে রাখতে পারেন (আহযাব ৫১)।

(৩). মূলত নবীজিকে সম্বোধন করা হয়েছে। তবে আদেশটা নবীজির জন্যে

‘খাস’ নয়। উম্মতও যদি আমলটা করে সওয়াব পাবে।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়বেন যা আপনার জন্যে এক অতিরিক্ত ইবাদত।

আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক আপনাকে ‘মাকামে মাহমুদ’ - এ পৌঁছাবেন (ইসরা ৭৯)।

তাহাজ্জুদ যদিও শুধু নবীজির জন্যে ‘নির্দিষ্ট’ নয়, কিন্তু প্রশংসিত স্থান (مَقَامٌ)

নবীজির জন্যেই নির্ধারিত। উম্মত ‘মাকামে মাহমুদ’ - এর স্তরে উঠতে

পারবে না। এটা নবীজির বিশেষ সম্মানজনক ‘অবস্থান’। নবীজি তাহাজ্জুদ পড়ে

মাকামে মাহমুদ লাভ করবেন। উম্মত কী পাবে? উম্মত মাকামে মাহমুদের স্তরে

উন্নীত হতে না পারলেও, কেয়ামতের দিন মাকামে মাহমুদের কিছু সুবিধা ভোগ

করতে পারবে। একটি সুবিধা হল ‘শাফায়াত’। তাহাজ্জুদগুজার তার পরিবার ও

পরিজনের জন্যে শাফায়াত বা সুপারিশ করতে পারবে।

একটুখানি তাদাব্বুর: ৯৬

সুহবত!

শুধু কুরআন কারীম বা হাদীস শরীফ পড়েই কি কেউ হেদায়াত পেয়ে

যেতে পারে? হ্যাঁ পারে। তবে সে হেদায়াতের উপর অটল থাকতে হলে,

সে হেদায়াতকে আমলী রূপে নিয়ে আসতে হলে, সুহবত বা সাহচর্য

লাগে। একজন মানুষ যতই কুরআন হাদীস পড়ুক, সুহবত বা সৎসঙ্গ

না পেলে, বখে যেতে পারে।

كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

তোমরা সাদিকীনদের সাথে থাকো (তাওবা ১১৯)।

সোহবত ছাড়া আসলে নিছক পুঁথিগত বিদ্যা খুব একটা কাজে আসে না। দ্বীনের প্রতিটি শাখাতেই একই অবস্থা। জিহাদ-তালীম-তাবলীগ।

অনলাইনে/অফলাইনে যাদেরকেই দেখি, কথায় কথায় গালিগালাজ করছে, অন্যকে হেয় করে কথা বলছে, নিশ্চিতভাবে ধরে নেই, এই লোক ‘সোহবতহীন’।

ইলম থাকলেই হয় না, সোহবত লাগে। সোহবতটা হতে হয় ইলম ও তাকওয়াসম্পন্ন ব্যক্তির। অনলাইনে হাজারো ফলোয়ারবিশিষ্ট ‘শায়খ’দের নয়।

সমাজে যত ভ্রান্ত দল বা ব্যক্তি আছে, খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে, তার সাথে তাকওয়া ও ইলমদার কোনও আলিমের যোগাযোগ নেই।

একটুখানি তানাক্বুর: ৯৬

পিতা পুত্রকে!

পুত্রের প্রতি একজন পিতার স্নেহ কেমন? নূহ আ. সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াতী কাজ করেছেন। অল্পকিছু মানুষ ঈমান এনেছিল। নিজের সন্তানও ছিল কাফেরের দলে। ছেলের বয়েসও নিশ্চয়ই কমছে কম

হাজার বছর ছিল। ঘরের মানুষ হয়েও এতদিন বাবার প্রতি ঈমান আনেনি। অবাধ্যতা আর মিথ্যাচারের মাঝেই ডুবে ছিল। তারপরও বাবার মমতা কমেনি। পুত্রের জন্যে কল্যাণকামনায় এতটুকু ঘাটতি আসেনি। আসমানী আযাব এসেছে। বাবা জাহাজে উঠে গেছেন। ছেলেকে কাফেরদের দলে দেখে, বাবার মন স্নেহসিক্ত হয়ে পড়ল।

يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا

বাবা রে, আয় আমাদের সাথে আরোহণ কর (হুদ ৪২)।

নবীগন শুধু সন্তান নয়, প্রতিটি উম্মতের হেদায়াতের জন্যেই এমন ব্যাকুল হয়ে থাকেন। সন্তান শত অন্যায় করলেও, বাবার উচিত তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সংশোধন করার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া। আন্তরিকতা দিয়ে তাকে বুঝিয়ে যাওয়া। রাগ করে ত্যাজ্যপুত্র করা, ঘরছাড়া করা বোধ হয় ঠিক নয়।

একটুখানি তানাব্বুর: ৯৭

বিবি ও রুজি!

আল্লাহ তা'আলা অবিবাহিত দাসদাসীকে বিয়ে করিয়ে দিতে বলেছেন। বিয়ের উপযুক্ত হলে আর দেরী করা ঠিক নয়। তাদেরকে বিয়ে করিয়ে দিলে, রিযিকের ভয়? আল্লাহ তা'আলা এর জবাব দিচ্ছেন,

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন (নূর ৩৩)।

এটা কুরআনি আশ্বাস। আল্লাহর ওয়াদা। বিয়ের পর দারিদ্রের ভয় থাকবে না। বিয়ে মানেই রিযিক। শুধু তাই নয়, যত বিবি তত রুজি। বিবি বাড়ার সাথে সাথে রিজিকও বাড়তে থাকবে। প্রথম বিবি যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রিযিক নিয়ে আসবে, পরের বিবিরাত্ত নিজের রিযিক নিয়ে আসবে।

সূরা নিসার বিখ্যাত আয়াতে বলা হয়েছে,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَۙ

নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের পছন্দ হয় বিবাহ কর দুই-দুইজন, তিন-তিনজন অথবা চার-চারজনকে।

একাধিক বিয়ে করলে, বেইনসাফের আশংকা থাকলে?

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْۙ

অবশ্য যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা তাদের (মানে স্ত্রীদের) মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীতে (ক্ষান্ত থাক)

আমরা বলতে পারি, এক বিবি হোক আর একাধিক বিবি হোক, রিযিকের ঘাটতির ভয় নেই। বিয়ের সাথে দারিদ্রের সম্পর্ক নেই বরং বিয়ের সাথে রিযিকের সম্পর্ক। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে,

ذَٰلِكَ أَذْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا

এতে তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা বেশি।



এটা ছিল (أَلَّا تَعُولُوا)-এর সর্বজনমান্য অর্থ। এছাড়া আরেকটা অর্থও আল্লামা সুযুতী রহ. তার বিখ্যাত তাফসীরে, সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ.-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন। তিনি অর্থ করেছেন,

ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

এতে তোমাদের দরিদ্র না হয়ে যাওয়ার (أَلَّا تَقْتَفِرُوا) সম্ভাবনা বেশি।

মানে বিয়ে করলে দরিদ্র হবে না। সূরা নূরে জানলাম, বিয়ে করলে, রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিবেন। সূরা নিসায় জানলাম, বিয়ে করলে গরীব না হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং এই প্রশ্ন অবাস্তব,

-বিয়ে করলে বউ চালাবে কী করে?

বরং এমন প্রশ্ন করা কুরআন বিরোধী কাজও বটে।

একটুখানি তাদাব্বুর: ৯৮

কৌশল!

প্রয়োজনে কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তবে খেয়াল রাখা চাই,

কৌশলটা যেন কাপুরুষতা ও শরীয়তবিরোধী না হয়ে যায়।

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

নৌকাটির ব্যাপার তো এই, সেটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের, যারা সাগরে কাজ করত। আমি সেটিকে ঠুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম।

(কেননা) তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগে সব (ভালো)

নৌকা কেড়ে নিত (কাহফ ৭৯)।

১: হযরত খিযির কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। মুসা আ.-ও সেটা পরে মেনে নিয়েছিলেন।

২: জালেমের জুলুম থেকে বাঁচতে শরীয়তসম্মত কৌশল অবলম্বন জায়েজ।

৩: সরকার অন্যায়ভাবে সম্পদ জব্দ করে নেয়ার আশংকা থাকলে, কৌশলে লুকিয়ে রাখা জায়েজ।

৪: যুক্তিসঙ্গত ট্যাক্স আদায় করার পরও যদি জালেম সরকার অতিরিক্ত কিছু দাবী করার আশংকা থাকে, নিজের সম্পদ বাঁচাতে কৌশল অবলম্বন করা জায়েজ।

একটুখানি তাদাধুর: ১০০

প্রিয় বস্তু!

ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার জন্যে শর্ত কি? আমার জানমাল, ইজ্জত-আবরু সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ ও তার রাসুল প্রিয় হওয়া। আমি পুণ্যের কাজ করি। কিন্তু পুণ্যের নাগাল কি পাই?

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ  
তোমরা কিছুতেই পুণ্যের নাগাল পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে (আল্লাহর জন্যে) ব্যয় করবে। তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত (আলে ইমরান ৯২)।

আল্লাহ তা'আলা বলছেন, পুণ্যের নাগাল পেতে হলে প্রিয় বস্তু ব্যয় করতে হবে। আমি কি প্রিয় বস্তু ব্যয় করি বা করার হিম্মত রাখি? নাকি পকেটের সবচেয়ে ছেঁড়া নোটটা বের করি?

জীবনে অন্তত একবারের জন্যে হলেও, সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটা আল্লাহর রাস্তায় 'সাদাকা' করা উচিত। খালেস নিয়তে একবার এই কুরআনি আমল করতে পারা মানে? আমি পুণ্যের নাগাল পেয়ে গেলাম। যদি রাব্বের কারীম আমলটা দয়া করে কবুল করে নেন তাহলে !

বলাবাহুল্য জীবনে একবারও যদি 'খাঁটি' পুণ্যের নাগাল পেয়ে যাই, বলা যায় না, এই একটা আমলই, সেদিন আমাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে!

---

একটুখানি তাদাধ্বুর: ১০০

গুনাহের ডাক!

একটু লাই দিলেই হয়েছে, দুষ্ট নফস গুনাহের জন্যে কিলবিল করে ওঠে। লকলকে আলজিহ্বা আগুপিছু করতে শুরু করে। সুযোগ পেয়ে জানতে চাইলাম,

-হুজুর, নফস শয়তান সুযোগ পেলেই গুনাহের জন্যে টাটিয়ে ওঠে! কী করা যায়?

-পানি ঢেলে দিবে।

-সেটা কিভাবে? ঢকঢক করে একরাশ পানি গিলে ফেলে?

-দূর বোকা! সেভাবে নয়, জলপানি নয়, কুরআনের পানি ঢালবি।

-কুরআনের পানি? সে আবার কি?

-কুরআন কারীমে একটা আয়াত আছে, সেটার দৃশ্যকল্পটা মনে মনে কল্পনা করবি!

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ

বলুন, এই পরিণাম শ্রেয়, না স্থায়ীভাবে থাকার জান্নাত?

-অবশ্যই 'জান্নাত'। কিন্তু গুনাহের 'টক' উঠলে, নেশা চড়লে, আয়াতের কথা যে মনের ত্রিসীমানায়ও আসে না?

-আসবে আসবে! প্রথম প্রথম একটু চেষ্টা করতে হবে। মন তৈরী হয়ে গেলে, আর বাড়তি কসরৎ করতে হবে না।

-মন তৈরী কিভাবে হবে?

-আল্লাহকে ভয় করতে শিখলে। আল্লাহর ভয়ই তাকওয়া। আয়াতের সুসংবাদ মুতাকীদের জন্যেই।

الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ

যার প্রতিশ্রুতি মুতাকীদেরকে দেওয়া হয়েছে (ফুরকান ১৫)।

গুনাহ সামনে এলেই ভাববে, এটা কি ভালো নাকি জান্নাত? দেখবে আস্তে আস্তে মন তৈরী হতে থাকবে। কুরআন কারীমের একটা অদৃশ্য শক্তি আছে, এটা ভুলে গেলে চলবে না।

একটুখানি তাদাব্বুর: ১০২

কুরআন কারীমে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সালাতের কথা বলা হয়েছে। সালাত তরককারীকে নানাবিধ আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে। শুধু সালাত বিষয়ক আযাবের জন্যেই জাহান্নামে স্বতন্ত্র তিনটি গভীর উপত্যকা থাকবে,

- ১: গাই (غِيٍّ) উপত্যকা। সালাত বিনষ্টকারী ও অবহেলাবশত কয়েক ওয়াক্ত সালাত একত্রে আদায়কারীর জন্যে।
- ২: ওয়াইল (وَيْلٍ) উপত্যকা। বিলম্বে সালাত আদায়কারীর জন্যে।
- ৩: সাক্কার (سَقَرٍ) উপত্যকা। সালাত তরককারীর জন্যে।

একটুখানি তাদাযুন্ন: ১০৬

গাফলত!

-  
আমি কি গাফেল? এই প্রশ্নের উত্তর সহজেই বেরিয়ে আসবে। আমি কি সকালসন্ধ্যায় আমলগুলো করতে পারি?

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

এবং সকালে ও সন্ধ্যায় নিজ প্রতিপালককে স্মরণ করুন বিনয় ও ভীতির সাথে, মনে মনে এবং অনুচ্চস্বরে মুখেও। যারা গাফলতিতে নিমজ্জিত, তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না (আ'রাফ ২০৫)।

১: সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলা হয়েছে। এটা করলে, আমি গাফেল থাকব না। সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর স্মরণ না করলে, আমার নাম গাফেলের তালিকায় উঠে যাবে।

২: ফরজ নামাযও যিকির। এই আয়াতে বাড়তি কিছুই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনুচ্চস্বরে, বিনয়-মর্মরতার সাথে।

৩: হিসনুল মুসলিম থেকে প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় আমলগুলো করতে পারি।

৪: অনেকে ফজর ও মাগরিবের পর বিভিন্ন আমল করি। বিভিন্ন

মাদরাসায়ও নানাধর্মী আমল হয়। মাঝেমাঝে দেখা যায়, কিছু আমল হাদীসে নেই। এই আমল কোথায় পেলেন?

-মুরুব্বীগনের তাজরেবা। তারা এই আমলটা করে গেছেন। শিথিয়ে গেছেন। মাদরাসার শুরু থেকে চালু হয়ে আছে।

-ভালো কথা, সুন্নত মনে না করে করলে ঠিক আছে। কিন্তু ফজরের পর প্রায় আধাঘণ্টা ব্যয় করে মুরুব্বীগনের বাতলে দেয়া বিভিন্ন খতম পড়লেন। নবীজি সা.-এর বাতলে দেয়া আমলগুলো যে বাদ পড়ে গেল?

৫: সবচেয়ে বড় মুরুব্বি পেয়ারা নবীজি সা.। তিনি সকাল-সন্ধ্যায় যে আমলগুলো করতেন, সেগুলো আগে করাই কি যুক্তিযুক্ত নয়? মাসনুন আমলগুলো করার পর যদি আমার হাতে সময় থাকে, তখন (সুন্নাত মনে না করে) বর্তমানের মুরুব্বির দিকে আসলাম?

৬: প্রশ্নটা করলে, কেউ কেউ ফাৎ করে ওঠেন। কেন রে? নবীজি যেসব আমল করে গেছেন, সেসবকে প্রাধান্য দেয়াই কি ভাল নয়? পাল্টা যুক্তি দেয়া হয়, আমার এখন পেট খারাপ, প্রাত্যহিক খাবারের চেয়ে, আমার এখন উপশমকারী খাবার খাওয়া দরকার।

-জি! ভাই তা দরকার। নবীজি সা.-এর সরাসরি অনুসরণের মাঝেই সব উপশম। তার অনুসরণ করলে, আপনার পেট খারাপও হবে না, প্রাত্যহিক খাবারও ছাড়তে হবে না।

৭: আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সকাল ও সন্ধ্যায় আমল করার অভ্যেস গড়ে তুলতে পারি। সকাল ও সন্ধ্যায় আমল সম্বলিত বিভিন্ন রকমের 'কার্ড' যায়।

সত্যদর্শন!

পশ্চিমা সভ্যতার ছোঁয়া পেলে, অল্পতেই মুগ্ধ হয়ে পড়ি। প্রথম প্রথম একটু ব্যতিক্রম থাকলেও আস্তে আস্তে তাদের কুফরিকে আর খারাপ লাগে না। সহনীয় হয়ে যায়। অথচ একটা পাখির চোখেও কুফর-শিরক ঘৃণিত। সাবারাজ্য ঘুরে এসে হৃদহৃদ বলছে,

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

আমি সেখানে এক নারীকে সেখানকার লোকদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সর্বপ্রকার আসবাব-উপকরণ দেওয়া হয়েছে। আর তার একটি বিরাট সিংহাসনও আছে। আমি সেই নারী ও তার সম্প্রদায়কে দেখেছি আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের সিজদা করছে। শয়তান তাদের কাছে, তাদের কার্যকলাপকে শোভনীয় করে দেখিয়েছে। এভাবে সে তাদেরকে সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছে, ফলে তারা হেদায়াত পাচ্ছে না (নামল ২৪-২৫)

একটা পাখির চেয়েও অধম হয়ে গেলাম। পাখি সাবাসভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ হলেও, তাদের কুফরি চিনহিত করতে ভুল করেনি। সাবাজাতির কুফরিকে ঠিকই ঘৃণা করেছে। আমি কেন আশেপাশের গুনাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাবো? কুফর-শিরক দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যাবো?